POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

এবং যদি শয়তানের পক্ষ হইতে কোন প্ররোচনা তোমাকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় ভিক্ষা কর ,নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ,সর্বজ্ঞানী।
(আল আরাফ: ২০১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 50

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15 ডিসেম্বর, 2022 20 জামাদিউল আওয়াল সানি 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যথাস্থানে সম্পদ খরচ করা এবং অপরকে শেখানোর শ্রেষ্ঠত্ব ।

১৪০৯) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, 'আমি নবী (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি: ঈর্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু কেবল দুই (ব্যক্তি)-এর উপর ভিন্ন। এক, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পদ দান করেছেন আর তাকে সেই সম্পদ যথাস্থানে খরচ করার তৌফিক দান করেছেন। দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'লা সঠিক জ্ঞান দান করেছেন আর সে নিজেও সেই জ্ঞান বাস্তবায়িত করে আর লোককেও শেখায়।

পবিত্র সম্পদ থেকে সদকা দান করো।

১৪১০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে -ব্যক্তি পবিত্র (সৎ) উপার্জন থেকে খেজুর তুল্যও সদকা করে, আর আল্লাহ্ পবিত্র বস্তুকেই গ্রহণ করেন, আল্লাহ্ সেই সদকাকে ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সদকা প্রদানকারীর জন্য তা বৃদ্ধি করেন। ঠিক সেই ভাবে যেভাবে তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের বাছুর পোষে। আর ক্রমেই তা (সদকা) পর্বত সমান হয়ে যায়। (সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড)

আঁ হযরত (সা.) এর সঙ্গীরা সততা ও বিশ্বস্ততার এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। আমি দেখছি যে আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকেও সেই মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অনুসারে এক প্রকার আবেগ ও উচ্ছ্বাস দান করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্তদের একটি জামাত

আমাকে বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবানদের এক জামাত দান করার জন্য আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি দেখেছি যে যখনই কোন কাজ বা উদ্দেশ্যে তাদেরকে আহ্বান করেছি, তারা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আবেগ নিয়ে নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ নিয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার উদগ্রতায় এগিয়ে এসেছে। আমি তাদের মধ্যে এক প্রকার সততা ও নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করেছি। আমার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশের ইঙ্গিত পেতেই তা পালনে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। বস্তুত, কোন জাতিই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের নেতাদের আনুগত্য ও অনুসরণের ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের নিষ্ঠা ও আবেগের স্পৃহা লালন করে। যে জন্য হযরত মসীহ (আ.) কে বিপদাপদ ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল, তাঁর অনুগামীদের দুর্বলতা ও আন্তরিকতার অভাবও এর মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল। যেমন- হযরত মসীহকে যখন গ্রেপ্তার করা হল, তখন পিটার-এর ন্যায় প্রথম সারির শিষ্যও তাঁর প্রভুত্ব ও পথপ্রদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করল; এমনকি সে তাঁর প্রতি তিনবার অভিসম্পাত করল, তাঁর অধিকাংশ শিষ্যও তাঁকে ত্যাগ করে পলায়ন করল। এর বিপরীতে আঁ হযরত (সা.) এর সঙ্গীরা সততা ও বিশ্বস্ততার এমন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন, যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। আঁ হযরত (সা.)-এর কারণে তাঁরা হাসি মুখে সকল প্রকারের যন্ত্রনা সহন করেছেন। এমনকি তাঁরা নিজেদের প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন, ধন-সম্পদ, সহায়-সম্বল ও বন্ধু-বান্ধবদের ত্যাগ করেছেন। অবশেষে তাঁরা আঁ হযরত (সা.)-এর কারণে নিজেদের প্রাণ ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হন নি, পরিতাপ করেন নি। এই সততা ও বিশ্বস্ততাই পরিশেষে তাঁদেরকে সফলকাম করেছে। অনুরূপভাবে আমি দেখছি যে আল্লাহ্ তা'লা আমার জামাতকেও সেই মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অনুসারে এক প্রকার আবেগ ও উচ্ছ্বাস দান করেছেন আর তারা সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। যেদিন থেকে আমি নাসিবাইন-এ একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে মনঃস্থির করেছি, প্রত্যেক বক্তির বাসনা, তাকে যেন এই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয় আর যাদেরকে এর জন্য নির্বাচন করা হয়েছে, সকলে তাদেরকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের বাসনা, এই জায়গা তাদেরকে নিযুক্ত করলে পরম সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটত। অনেকেই এই অভিযানে যাওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আমি এই সব আবেদনগুলি আসার পূর্বেই মির্যা খোদা বখশ সাহেবকে এই অভিযানের জন্য নির্বাচিত করে ফেলেছিলাম। তাঁর সঙ্গে মৌলবী কুতুবুদ্দীন এবং মিঞা জামালুদ্দীনকে পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করে রেখেছিলাম। এই কারণে আমাকে এই সব আবেদনগুলিকে নাকচ করতে হয়েছে। তথাপি আমি জানি, যারা নিজেদেরকে এই কাজের জন্য পূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং সততার সাথে উপস্থাপন করেছিল, তারা নিজেদের সৎ সংকল্পের দরুন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে না, তারা নিজের নিজের নিষ্ঠা অনুসারে পুরস্কার ও প্রতিদান লাভ করবে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬-৩০৭

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কানাডা সফর (২০১৬)

হুযুর আনোয়ার বলেন: (আই.) পাকিস্তানের আহমদী মুসলমানরা প্রায়ই আমাকে দুঃখের সাথে দোয়ার জন্যে লিখে থাকেন যে, আইন যেন বদলে যায়, যাতে তারা মসজিদ নির্মাণ করতে পারে, অথবা এমন হল- ঘর নির্মাণ করতে পারে, যেখানে তারা বাজামাত নামায আদায় করতে পারে। সাম্প্রতিক কালে তারা এমন কোন একটি কক্ষও নির্মাণ করতে পারে না, যেখানে ইমামের দাঁড়ানোর জন্যে একটি বাড়তি স্থান থাকতে পারে, আর তাই মিনার ও গম্বুজওয়ালা মসজিদ নির্মাণের তো কোন প্রশ্নই ওঠেনা। বস্তুত: কতিপয় স্থানে অবস্থাতো এরকম যে, আহমদী মুসলমানরা এমন কোন দালানও তৈরী করতে পারে না, যেটা ক্বিবলামুখী"। হুযুর (আই.) বলেন যে, এমনই এক সময়, যখন বস্তুবাদ প্রাধান্য বিস্তার করছে, তখন আহমদী মুসলমানদের কাজই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মের মহিমা কি, তা অন্যদেরকে অবহিত করা।হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন

ঃ "বিশ্বের সংখ্যা-গরিষ্ঠ মানুষ এ মহূর্তে বস্তুগত উন্নতিকেই তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে। এমন এক সময়ে মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বকে এটা অবহিত করা যে, বস্তুবাদের অনুসরণ চিরন্তন কোন আনন্দ বয়ে আনতে পারে না, বরং সুখ ও শান্তির সত্যিকার এবং চিরস্থায়ী উপায় খোদার অধিকার পূরণের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়"।

হুযূর (আই.) বলেন যে, স্থানীয় লোকদের মধ্যে মসজিদ অবশ্যই কৌতুহল সৃষ্টি করবে এবং স্থানীয় লোকরা সেসব লোকের আচরণ লক্ষ্য করবে, যারা মসজিদে হাজির হয়। অতএব, আহমদী মুসলমানদের জন্যে এটা আবশ্যক যে, তারা সর্বদা উত্তম নৈতিকআচরণ এবং ধার্মিকতা প্রদর্শন করে।জুমুআর খুতবার উপসংহারে হুযূর (আই.) দোয়া করেন ঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের সন্তানদেরকে এটা বুঝতে দিন যে, তাদের পিতা-মাতারা যেসব কুরবানী করেছেন, যে মসজিদটি বানিয়েছেন, ইসলামের সত্যিকার- শিক্ষা, নৈতকিতা ও যে আধ্যাত্মিকতা তারা তাদের সন্তানদেরকে দান করেছেন, বস্তুতঃ সেটাই হচ্ছে তাদের আসল সম্পদ, যা তারা তাদের জন্যে রেখে গেছেন। ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের সৌভাগ্যশীল এসব সন্তানদের মধ্যেও আল্লাহ্ এ প্রত্যয়কে জাগরূক রাখুন"।

৪ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.) কানাডার রেজিনায় মাহমুদ মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিশেষ এক স্বাগত-অধিবেশনে মূল-বক্তব্য প্রদান করেন। সাসকাচিউনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ব্রাডওয়াল সহ ১৮০ জনের অধিক অতিথি রেজিনার রামাদা প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত এই সান্ধ্য সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন। এ বক্তৃতায় হুযূর (আই.) মসজিদ সমূহের সত্যিকার উদ্দেশ্যের ওপর আলোকপাত করেন এবং মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চলমান প্রতিশ্রুতির বিষয়ে কথা বলেন। শুরুতেই হুযূর (আই.) মুসলিম বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে সেটাকে 'চরম বিপজ্জনক এবং বিক্ষোভপূর্ণ' বলে বর্ণনা করেন। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "এ সত্যটি সম্পর্কে আমরা সবাই ভালভাবে অবগত আছি যে, কতিপয় চরম-পন্থী মুসলিম-দল আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ভয়ঙ্কর পাশবিকতা সাধন করছে। যেখানেই তারা পরস্পরে যুদ্ধ করছে, সেখানে তারা তাদের নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছে। একইভাবে, কতিপয় সরকারও তাদের নাগরিকদের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে, আর তাই বিদ্রোহী দলগুলো গঠিত হয়েছে এবং হিংসাত্মক বিরোধিতায় অংশ নিচ্ছে"। হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "এসবের ফলে কতিপয় মুসলিম-দেশের সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার পরিবর্তে ওসব দেশ অস্থিরতা ও ধ্বংসের এক চিরস্থায়ী এবং সম্পূর্ণ অর্থহীন-চক্রের পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। যা ঘটছে, তাকে কেবল মানবতার ওপর অসীম এক কলঙ্ক হিসেবেই গণ্য করা যেতে পারে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন যে, রেজিনার স্থানীয় লোকজন এবং সাসাকাচিউন প্রদেশের লোকদের সাথে যখন আহমদী মুসলমানদের এক সুসম্পর্ক বিদ্যমান, তখন স্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন এক অংশ থাকতে পারে, যাদের অন্তরে এ মসজিদটির উদ্বোধন এক ভীতির উদ্রেক ঘটাতে পারে। যাহোক, হুযূর (আই.) এমন ভীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং স্থানীয়-লোকদেরকে এ বিষয়ে আবারো অভয় দান করেন। হযরত মির্যা মাসরূর (আই.) বলেন ঃ

"আমাদের আহমদী মসজিদগুলোতে কেবল সে-নক্শাটিই অংকন করা হয়, যেটা নির্ধারণ করে, কিভাবে আমরা সেসব লোকের মর্মব্যথা ও দুঃখ উপশম করতে পারি, যারা শোক-সন্তপ্ত এবং বঞ্চিত। তাদের প্রচন্ড ক্রোধ এবং নৈরাশ্যের ভারী বোঝা অপসারণ করতে আমরা কেবল তেমন সব পরিকল্পনাই হাতে নিই, যেগুলো কষ্টে নিপতিত ও দুর্ভাগ্য-কবলিত লোকদের হতাশা ও নৈরাশ্যের অপনোদন করে"।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "আপনারা দেখতে পাবেন যে, এ মসজিদটি এমন এক আলোক-সংকেত হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, যেটা সমাজকে বদান্যতা, সহানুভূতি এবং অনুগ্রহের সার্বজনীন মান দ্বারা আলোকিত করেছে। আপনারা দেখবেন, কিভাবে এ মসজিদটি মানবজাতির সবার জন্যেই শান্তি, সমৃদ্ধি ও পবিত্র স্থানের এক গৌরবময় প্রতীক বলে প্রমাণিত হয়েছে"। মানব সেবার ক্ষেত্রে ইসলামের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং ইসলামের নবী (সা.) এর অনুশীলন দ্বারা কিভাবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে বিষয়েও হুযূর (আই.) আলোকপাত করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) বলেন ঃ "পবিত্র নবী (সা.) এর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক লোমকূপ এবং প্রত্যেক আঁশ থেকে চিরন্তন করুণা ও সহানুভূতি নিঃসৃত হয়েছে, আর তাই সত্যিকার মুসলমানরা, যারা তাকে অনুসরণ করে, তারা কোন অসদুদ্দেশ্যে কিংবা অন্যদের ক্ষতি করার জন্যে মসজিদগুলোয় কখনোই প্রবেশ করতে পারে না।

সত্যিকারের একটি মসজিদ সকল স্তরের সকল মানুষের শান্তির এক জামিনদার; আর খোদা না করুন, কোন মসজিদ যদি এসব ধার্মিক-উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয়ে না থাকে, তবে এটা এর উদ্দেশ্য পূরণ করছে না"।

হুযূর (আই.) বর্ণনা করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মানবতার সেবায় নিয়োজিত আছে এবং বিশ্বের বঞ্চিত অংশগুলোয় স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ করছে এবং মানব-হিতৈষী অন্যান্য প্রকল্পও স্থাপন করে চলছে। পরিস্কার পানির গুরুত্ব এবং বিশ্বের দূরতম অংশের মানুষের জন্যে এটার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কাজে আহমদীয় মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টার কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "পরিষ্কার পানি হচ্ছে জীবন ধারণে প্রধান চাহিদা, আর তা সত্বেও বিশ্বের অনেক অংশেই এমন সব লোকও আছে, যাদের এটাতে সামান্য কিংবা কোন অধিকারই নেই। আফ্রিকার দেশগুলোয় যদি বৃষ্টিপাত হয়, তবে এর পুকুরগুলো ভরে ওঠে, কিন্তু প্রায়শঃই সেখানে অনাবৃষ্টির কারণে পুকুরগুলো শুকিয়ে যায়, যার ফলে পানির গুরুতর সংকট দেখা দেয়। বস্তুতঃ, এমনকি যেখানে বৃষ্টিপাতও হয়, যারা গ্রামে বাস করে, অথবা দূরবর্তী এলাকায় বাস করে, তারা পরিষ্কার পানি পায় না। কারণ, পুকুরের যে পানি তারা ব্যবহার করে, তা এক ধরণের রোগ-জীবাণু ও টোমেইন-বিষ দ্বারা দূষিত হয়"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "ট্যাপ-এ ময়লাযুক্ত পানি পাওয়া গেলেও সেটা সংগ্রহের পর ছেলে-মেয়েদেরকে উক্ত পানির পাত্র মাথায় বহন করে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত পথ হাঁটতে হয়। বেশ ক'বছর যাবত আমি নিজে আফ্রিকায় ছিলাম এবং আমি স্বচক্ষে এটা দেখেছি। যে বয়সে ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে থাকতে হয় এবং মুক্তভাবে বিচরণ করার কথা, সে বয়সে পরিস্থিতির কঠিন-চাপে পড়ে তাদেরকে প্রতিদিনের এ রুটিন-কাজ করতে হয়, যেটা আমাদের জন্যে অচিন্তনীয়, যারা পশ্চিমাবিশ্বে আরাম-আয়েশে বসবাস করছি"।

আফ্রিকায় বসবাসকারী শিশুদের পরিস্থিতির সাথে পশ্চিমা-বিশ্বের শিশুদের পরিস্থিতির বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করে হুযূর (আই.) বলেন ঃ

" আমরা, যারা পশ্চিমা-বিশ্বে বসবাস করি, তারা এ নিয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করি যে, আমাদের শিশুরা প্রতিদিন যথাসময়য়ে স্কুলে যেতে পারছে কি-না, কিংবা অন্য কোন ছোট-খাটো বিষয়ে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি-না। বিশ্বের বঞ্চিত-অংশের লোকদের জন্যে তুচ্ছ এসব সমস্যা হচ্ছে- 'অলীক স্বপ্ন'-বৈ কিছুই নয়। আমাদের শিশুরা এখানে যেসব সুবিধা পাচ্ছে,

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

হে আয়েশা! আমি আমার পর আবু বকরকে মনোনীত করে যেতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আমি জানি, আল্লাহ্ এবং মু'মিনরা তাকে ছাড়া আর কারো ব্যাপারে একমত হবে না।

হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীরা নিজেদের মাঝে আলোচনা করতেন আর বলতেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর যদি কারো মর্যাদা থেকে থাকে, তবে সেই মর্যাদা কেবল আবু বকরেরই রয়েছে।

নবুয়্যতকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সাহসী লোকদের ইমাম ছিলেন এবং নবীদের গুণাবলীসম্পন্ন মনোনীত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত আবু বাকার (রা.) একজন পূর্ণ মাত্রার তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র স্বভাব বিশিষ্ট এবং খুবই দয়ার্দ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে এবং দারিদ্রের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী এবং স্নেহ ও দয়ার মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

তোমরা খিলাফতকেও নিশ্চিহ্ন করতে পারবে নাআর হযরত আবু বকর (রা.)-কেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে। কেননা খিলাফত হলো একটি নূর আর সেই নূর আল্লাহ্‌র জ্যোতির্বিকাশের একটি মাধ্যম।

[হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.)]

যাবতীয় আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের রসূল ও মনিব (সা.)-এর ছায়াস্বরূপ ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তাঁর এক চিরস্থায়ী সম্বন্ধ ছিল আর এ কারণেই তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে অতি অল্প সময়ে এমন সব আশিসে ভূষিত হয়েছেন যে, অন্যরা তা সুদীর্ঘ কালক্ষেপণ এবং সুদূর পথ পাড়ি দিয়েও লাভ করতে পারে নি।"

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

তিনজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ, যারা হলেন, মাননীয় মহম্মদ দাউদ যাফর সাহেব, মুরুব্বী সিলসিলা (ইউকে), মাননীয়া রুকাইয়া শামীম বেগম সাহেবা (স্পেন) এবং সাহেবযাদা মির্যা হানীফ আহমদ সাহেব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৮নভেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৮ নবুয়্যত, ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র জীবনচরিত এবং (তাঁর) জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যে মর্যাদা ছিল- এ সম্পর্কে পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। আরো যা বর্ণিত হয়েছে তাথেকে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করতে চাচ্ছিলেন। বরং তিনি এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কেই তাঁর (তিরোধানের) পর খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত বানাবেন। অতএব হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর অসুস্থতার সময় আমাকে বলেন, আবু বকর ও তোমার ভাইকে আমার কাছে ডেকে আন যেন আমি একটি ওসীয়্যত লিখে দিই। আমার ভয় হলো কোনো বাসনাকারী আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে বা কেউ বলবে যে, আমি বেশি অধিকার রাখি। কিন্তু আল্লাহ্ এবং মু'মিনরা তো আবু বকর ব্যতীত অন্য কাউকে মেনে নিবে না।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-২১৮১)

অর্থাৎ অন্য কেউ দাবি করলেও তাকে অস্বীকার করা হবে, হযরত আবু বকর (রা.)ই স্থলাভিষিক্ত হবেন।

এছাড়া হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)'রও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, আমি জানি না তোমাদের মাঝে আমি আর কতদিন বেঁচে থাকব। অতএব তোমরা আমার আনুগত্য করো আর তাদের (আনুগত্য করো) যারা আমার পরে রয়েছেন। আর (এর দ্বারা) তাঁর ইঙ্গিত আবু বকর এবং উমর (রা.)'র প্রতি ছিল।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৯৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (সা.)বলতেন, একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি নিজেকে একটি কূপের পাশে দেখি যাতে একটি বালতি ছিল। আমি সেই কূপ থেকে (বালতি) টেনে আল্লাহ্ যতটা চেয়েছেন পানি তুলেছি। এরপর আবু কোহাফার পুত্র সেই বালতি নেন এবং তা থেকে এক বা দুই বালতি পানি টেনে তোলেন আর তার টেনে তোলার ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই দুর্বলতাকে ঢেকে রেখে তাকে ক্ষমা করবেন। অতঃপর সেই বালতি চামড়ার একটি বড় বালতি হয়ে যায় আর খাত্তাবের পুত্র তা গ্রহণ করেন। লোকদের মাঝে আমি কখনোই এমন শক্তিশালী মানুষ দেখি নি যিনি এভাবে পানি টেনে তুলতে পারে যেভাবে তিনি উঠাচ্ছিলেন। তিনি এত পানি তুলেন যে, মানুষ পুরোপুরি তৃপ্ত হয়ে নিজ নিজ স্থানে গিয়ে বসে যায়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬৪)

অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর উভয়ের সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, তাঁর (সা.) পর তারা স্থলাভিষিক্ত হবেন। ইফ্‌কের ঘটনার সময় হযরত আবু বকর (রা.)'র যে ভূমিকা রয়েছে আর তাঁর যেবিশেষত্ব রয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ তো ইতিপূর্বের সাহাবীদের স্মৃতিচারণের সময় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত অংশ উপস্থাপন করছি যা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.)'র ওপর এত বড় অপবাদ আরোপ করা হয় যেন এক পাহাড় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)'র পিতামাতার নিজের কন্যার প্রতি ভালোবাসার চেয়ে মহানবী (সা.)-এর প্র তি প্রেম এবং তাঁর প্রতি সম্মানের মাত্রা অনেক গুণ বেশি ছিল। তারা এই পুরো সময় জুড়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজ কন্যাকে সেই অবস্থায়ই থাকতে দেন যে অবস্থায় রাখা মহানবী (সা.) সমীচীন মনে করেছেন। এমনকি একবার হযরত আয়েশা (রা.) পিত্রালয়ে এলে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে তখনই নিজ গৃহে ফেরত পাঠিয়ে দেন। যেভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইফ্‌কের ঘটনার সময় হযরত আয়েশা

(রা.) মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে এক ভৃত্যের সাথে পিত্রালয়ে যান। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ঘরে প্রবেশ করার পর আমার মাতা উম্মে রুমানকে ঘরের নিচতলায় আর হযরত আবু বকরকে ঘরের ওপরতলায় পাই। তিনি কুরআন পড়ছিলেন। আমার মা বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! কী মনে করে এলে? আমি তাকে উত্তর দিই এবং সেই ঘটনা তার কাছে বর্ণ না করি। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখি যে, তিনি এতে ততটা আশ্চর্য হন নি যতটা আমি হয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল, এ ঘটনা শুনে তিনি চিন্তিত হবেন, কিন্তু তিনি মোটেও উদ্বিগ্ন হন নি। হযরত আয়েশা (রা.)'র মা বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! নিজের বিরুদ্ধে আরোপিত এসব কথাকে তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করো, কেননা খোদার কসম! এমনটি খুব কমই হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির সুন্দর স্ত্রী আছে এবং যাকে সে ভালোবাসে (আর) তার কয়েকজন সতীনও রয়েছে, কিন্তু তারা তাকে হিংসা করে (না) এবং তার সম্পর্কে রটনা করা হয় (না)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি দেখি, তার ওপর এ ঘটনার ততটা প্রভাব পড়ে নি যতটা আমার ওপর পড়েছে। হযরত আয়েশা বলেন, আমি বললাম, আমার পিতাও কি একথা জানেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। হযরত আয়েশা (রা.) আবার বলেন, আর মহানবী (সা.)? তিনি তার মাকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, মহানবী (সা.)ও জানেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একথা শুনে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর আমি কাঁদতে থাকি। হযরত আবু বকর (রা.) আমার (কান্নার) শব্দ শোনেন, তখন তিনি বাড়ির উপরতলায় কুরআন পড়ছিলেন, তিনি নিচে এসে আমার মাকে বলেন, তার কী হয়েছে? তিনি বলেন, তার সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হচ্ছে তা সে জানতে পেরেছে। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.)'র চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে। তিনি (রা.) বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি নিজের বাড়ি ফিরে যাও। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি ফেরত চলে আসি।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু তফসীরিল কুরআন, হাদীস-৪৭৫৭)

ইফ্কের ঘটনার ক্ষেত্রে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, আমাদের প্রণিধান করা উচিত যে, তারা কারা ছিল যাদের দুর্নাম করা মুনাফিকদের জন্য কিংবা তাদের সর্দারদের জন্য লাভজনক হতে পারত আর কাদের সাথে এর মাধ্যমে মুনাফিকরা নিজেদের শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারত? হুযূর (রা.) বলেন, সামান্য চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, দু'জন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতার কারণে হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপ ঘটে থাকতে পারে; একজন হলেন মহানবী (সা.) এবং আরেকজন হযরত আবু বকর (রা.)। কেননা একজনের তিনি স্ত্রী আর অন্যজনের কন্যা ছিলেন। এই দু 'জনই এমন ছিলেন যাদের দুর্নাম করা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে কিংবা শত্রুতার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারত। অথবা কতক মানুষের স্বার্থ তাদেরকে দুর্নাম করার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অন্যথায় কেবল হযরত আয়েশা (রা.)'র দুর্নামে কারো কোনো আগ্রহ থাকতে পারে না। বড়জোর তার সাথে সতীনদের এমন সম্পর্ক হতে পারতো, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অন্য যে স্ত্রীরা ছিলেন, আর এই ধারণা করা যেত যে, হয়ত হযরত আয়েশা (রা.)'র সতীনেরা হযরত আয়েশাকে মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হেয় করতে এবং নিজেদের সুনামের জন্য এ বিষয়ে কেউ অংশ নিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, হযরত আয়েশা (রা.)'র সতীনেরা এ কাজে কোনোরূপ অংশগ্রহণ করেন নি। বরং হযরত আয়েশা (রা.)'র নিজের বক্তব্য হলো, মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে যে স্ত্রীকে আমি আমার প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতামতিনি ছিলেন হযরত যয়নব (রা.); তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি আমার প্রতিপক্ষ জ্ঞান করতাম না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি যয়নবের এই অনুগ্রহ কখনো ভুলতে পারব না যে, যখন আমার ওপর অপবাদ আরোপ করা হয় তখন সর্বাধিক জোর দিয়ে কেউ যদি এই অপবাদ অস্বীকার করে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন হযরত যয়নব (রা.)।

অতএব হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথে যদি কারো শত্রুতা হওয়া সম্ভবপর ছিল তবে তা তার সতীনদেরই পক্ষ থেকেই ছিল। আর তারা চাইলে এতে অংশ নিতে পারতেন যেন হযরত আয়েশা মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যান এবং তাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইতিহাসথেকে প্রমাণিত যে, তাঁরা, অর্থাৎ অন্য স্ত্রীরা এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপই করেন নি। বরং (এ বিষয়ে) কাউকে জিজ্ঞেস করা হলেও হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রশংসাই তিনি করেছেন। অতএব, আরেকজন স্ত্রী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন তার কাছে এ বিষয়টির উল্লেখ করেন তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি তো আয়েশার মাঝে ভালো ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। কাজেই, হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি কারো শত্রুতা করার সম্ভাবনা থাকলে তা ছিল তাঁর সতীনদের পক্ষ থেকে, কিন্তু এ বিষয়ে তাদের কোনরূপ সম্পৃক্ততা সাব্যস্ত হয় না।

অনুরূপভাবে নারীদের প্রতি পুরুষদের শত্রুতারও কোনো কারণ নেই। অতএব হয় মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষের কারণে তার (রা.) প্রতি অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, কিংবা হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি বিদ্বেষের কারণে এমনটি করা হয়েছে। মহানবী (সা.) যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তা ছিনিয়ে নেওয়া অপবাদ আরোপকারীদের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। তাদের যে বিষয়টির ভয় ছিল তা হলো, পাছে মহানবী (সা.)-এর পরেও তারা আবার নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যর্থ না হয়ে যায়। কেননা তারা দেখতে পাচ্ছিল, তাঁর (সা.) পরে খলীফা হবার যোগ্য বলে কেউ থেকে থাকলে তিনি আবু বকর (রা.)-ই বটে। অতএব এই শঙ্কাকে আঁচ করতে পেরেই তারা হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপ করে যেন হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে খাটো হয়ে যান আর তঁ ার (এই) সম্মানহানির কারণে মুসলমানদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র যে মর্যাদা রয়েছে তা-ও হ্রাস পেতে থাকে এবং মুসলমানরা তাঁর, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি কুধারণার বশবতী হয়ে তাঁর প্রতি তাদের যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা তারা পরিত্যাগ করে। আর এভাবে যেন মহানবী (সা.)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.)'র খলীফা হবার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যেভাবে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)'র জীবদ্দশায় লাহোরীদের দল আমার প্রতি আপত্তি করতো এবং আমার দুর্নাম করার চেষ্টায় থাকতো। অতএব একারণেই খোদা তা'লা হযরত আয়েশা (রা.)'র ওপর অপবাদ আরোপের ঘটনার পর খিলাফতেরও উল্লেখ করেন।

হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীরা নিজেদের মাঝে আলোচনা করতেন আর বলতেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর যদি কারো মর্যাদা থেকে থাকে, তবে সেই মর্যাদা কেবল আবু বকরেরই রয়েছে।এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার মহানবী (সা.) -এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমার অমুক চাহিদা পূরণ করে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, এখন না, পরে এসো। সে ছিল বেদু ঈন, সভ্যতা-ভব্যতা কাকে বলে তা সে জানতো না। সে সোজাসুজি বলে বসে, আপনিও তো মানুষ! পরেরবার যখন আমি আসব তখন যদি আপনি মারা যান তাহলে আমি কী করব? তিনি (সা.) বলেন, আমি যদি পৃথিবীতে না থাকি তাহলে আবু বকরের কাছে চলে যেও; সে তোমার প্রয়োজন পূরণ করবে।

একইভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আয়েশা! আমি আমার পর আবু বকরকে মনোনীত করে যেতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আমি জানি, আল্লাহ্ এবং মু'মিনরা তাকে ছাড়া আর কারো ব্যাপারে একমত হবে না। এজন্য আমি কিছু বলছি না। মোটকথা, সাহাবীরা স্বাভাবিকভাবেই এটি জানতেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর তাদের মধ্যে থেকে যদি কারো কোনো পদমর্যাদা থেকে থাকে তবে তা আবু বকরেরই (রয়েছে) আর তিনিই তাঁর (সা.) খলীফা হবার যোগ্য।

মক্কা-জীবন তো এমন ছিল যে, তখন রাজত্ব বা প্রশাসন পরিচালনার কোনো প্রশ্নই উঠতো না, কিন্তু মদীনায় মহানবী (সা.)-এর আগমনের পর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় আর স্বাভাবিকভাবেই মুনাফিকদের হৃদয়ে এই প্রশ্ন জাগতে আরম্ভ করে। কেননা তাঁর (সা.) মদীনায় আগমনের ফলে তাদের অনেক বাসনা অধরা থেকে যায়। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যখন দেখে, তার রাজা হবার সকল সম্ভাবনার সলিল-সমাধি ঘটছে তখন তার খুবই রাগ হয়। যদিও সে বাহ্যত মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছিল, তথাপি সবসময়ই সে ইসলামের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকতো। আর সে যেহেতু এখন আর কিছুই করতে পারছিল না তাই তার অন্তরে কোনো বাসনা জাগ্রত হলে তা কেবলমাত্র এটিই যে, মুহাম্মদ (সা.) মারা গেলে আমি মদীনার বাদশাহ্ হব। কিন্তু যখনই মুসলমানদের মাঝে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় আর সে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করে তখন তারা মহানবী (সা.)-কে বিভিন্ন রকমের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকে যে, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ম-কানুন কী? তাঁর (সা.) (তিরোধানের) পরে ইসলামের কী অবস্থা হবে আর এক্ষেত্রে মুসলামানদের করণীয় কী? আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল যখন এই অবস্থা দেখে তখন তার মাঝে এ ভীতি সঞ্চারিত হতে থাকে যে, এখন ইসলামি শাসনব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে তার কোনো অংশ বা কর্তৃত্ব থাকবে না। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্‌র কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। সে এই

অবস্থাকে প্রতিহত করতে চাচ্ছিল। কাজেই এজন্যে সে যখন চিন্তাভাবনা করে তখন দেখতে পায়, কেউ যদি ইসলামি রাষ্ট্রকে ইসলামী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে তিনি হলেন আবু বকর (রা.)। কেননা মহানবী (সা.)-এর পর মুসলমানদের দৃষ্টি তাঁর, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতিই নিবদ্ধ হয়। এছাড়া তারা তাঁকে অন্য সবার চেয়ে সম্মানিত মনে করে। অতএব সে (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই) তাঁর [অর্থাৎ আবু বকর (রা.)'র] দুর্নাম রটানো এবং মানুষের দৃষ্টিতে আবু কবর (রা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার মাঝেই নিজের কল্যাণ দেখতে পায়। বরং স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতেও তাকে হেয় করা যায়। আর এই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করার মোক্ষম সুযোগ সে হযরত আয়েশা (রা.)'র একটি যুদ্ধাভিযানে পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনায় পেয়ে যায় এবং এই নিকৃষ্ট লোকটি তাঁর [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)'র] ওপর জঘন্য অপবাদ আরোপ করে যা পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের দুরভিসন্ধি ছিল, এভাবে হযরত আবু বকর (রা.) লোকদের দৃষ্টিতেও লাঞ্ছিত হবেন আর মহানবী (সা.)-এর সাথেও তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে এবং এই ব্যবস্থাপনা প্র তিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে যা প্রতিষ্ঠা হওয়া তার দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবীছিল। অর্থাৎ সে দেখছিল, অবশ্যই এটি হবে আর যা প্রতিষ্ঠিত হলে তার সকল আশার গুড়ে বালি পড়বে। মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের দিবাস্বপ্ন কেবলমাত্র আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলই দেখছিল না, বরং আরো কয়েকজন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। মুনাফিকরা যেহেতু নিজেদের মৃত্যুকে সর্বদা অনেক দূরে মনে করে এবং তারা অন্যদের মৃত্যু সম্পর্কে অনুমান করতে থাকে, তাই আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলও নিজের মৃত্যুকে অনেক দূরের বিষয় বলে মনে করতো। কিন্তু সে জানতো না যে, মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই সে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যাবে। সে এই ধারণা করতে থাকত যে, মহানবী (সা.)-এর মারা গেলে আমিই আরবের বাদশাহ্ হব। কিন্তু এখন সে দেখল যে, আবু বকর (রা.)'র পুণ্য, তাকওয়া এবং মাহাত্ম্য মুসলামানদের মাঝে স্বীকৃত। যখন মহানবী (সা.) নামায পড়ানোর জন্য না আসতেন তখন আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) স্থলে নামায পড়াতেন। মহানবী (সা.)-এর নিকট কোন বিষয়ে ফতওয়া জিজ্ঞেস করার সুযোগ না পেলে মুসলমানরা আবু বকর (রা.)'র নিকট ফতওয়া জিজ্ঞেস করে। এটি দেখে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল, যে ভবিষ্যতে শাসনক্ষমতা লাভের স্বপ্নে বিভোর ছিল, (সে) ভীষণ চিন্তিত হয় আর এর একটি বিহিত করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। অতএব এই বিষয়ের বিহিত করতে এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র সুখ্যাতি ও মাহাত্ম্যকে মুসলামানদের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করতে সে হযরত আয়েশা (রা.)'র উপর অপবাদ আরোপ করে, যেন হযরত আয়েশা (রা.)'র ওপর অপবাদ আরোপিত হবার কারণে তার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ঘৃণা সৃষ্টি হয়, আর হযরত আয়েশার প্রতি মহানবী (সা.)-এর ঘৃণার ফলশ্রুতিতে যেন হযরত আবু বকর (রা.)'র সেই সম্মান হ্রাস পায় যা মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাঁর রয়েছে এবং ভবিষ্যতে তাঁর আর যেন খলীফা হবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। অতএব এ বিষয়টিই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন, إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ (সূরা আন্ নূর: ১২) অর্থাৎ যারা হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল তারা তোমাদের মধ্য থেকেই মুসলমান নামধারী একটি দল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (সূরা আন্ নূর: ১২)। অর্থাৎ তোমরা মনে করো না যে, এই অপবাদ কোনো মন্দ ফলাফল সৃষ্টি করবে, বরং এই অপবাদও তোমাদের মঙ্গল ও উন্নতির কারণ হবে।অতএব আল্লাহ্ বলেন, এসো, এখন আমি খিলাফতের বিষয়েও মূলনীতি বলে দিই। এছাড়া তোমাদেরকে একথাও বলে দিই যে, এসব মুনাফিকরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দেখুক, এরা বিফলই থাকবে আর আমরা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়ব। কেননা খিলাফত নবুয়্যতের একটি অংশ এবং ঐশী নূর সুরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪৫১-৪৫৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, দেখুন! সূরা নূরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে একটি বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে এই অপবাদের উল্লেখ করেছেন যা হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি আরোপ করা হয়েছিল। যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.)'র প্রতি অপবাদ আরোপের মূল উদ্দেশ্যই ছিল হযরত আবু বকর (রা.)-কে অপদস্থ করা এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর যে সুসম্পর্ক রয়েছে তা যেন নষ্ট হয় আর এর ফলে মুসলমানদের দৃষ্টিতেও তাঁর সম্মান হ্রাস পায় এবং মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি যেন খলীফা না হতে পারেন। কেননা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলু ল বুঝে গিয়েছিল যে, মহানবী (সা.)-এর পর মুসলমানদের দৃষ্টি যদি কারো প্রতি নিবদ্ধ হয় তবে তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.); আর হযরত আবু বকর (রা.)'র মাধ্যমে যদি খিলাফত প্র তিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের বাদশাহ্ হওয়ার স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্ তা'লা এই আপত্তির কথা উল্লেখের অব্যবহিতি পরেই খিলাফতের বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, খিলাফত রাজত্ব নয়; এটি তো ঐশী নূর প্রতিষ্ঠিত রাখার একটি মাধ্যম, তাই এর প্রতিষ্ঠা আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। এটি বিনষ্ট হওয়া তো নবুয়্যতের নূর এবং ঐশী জ্যোতি বিনষ্ট হওয়ার নামান্তর। তাই তিনি এ নূরকে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত করবেন এবং নবুয়্যতের পর কোনোক্রমেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দিবেন না আর যাকে ইচ্ছা খলীফা বানাবেন। বরং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, মুসলমানদের মধ্যে থেকে কেবল একজন নয় বরং বেশ কয়েকজনকে খিলাফতের আসনে সমাসীন করে নূরের যুগ দীর্ঘায়িত করবেন । এটি তেমনই একটি বিষয় যেভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলতেন, খিলাফত জাফরানী দোকানের সোডা পানি নয় যে, যার ইচ্ছা পান করে নিবে।

অনুরূপভাবে বলেন, তোমরা যদি অভিযোগ করতে চাও তাহলে নিঃসন্দেহে কর, কিন্তু এর দ্বারা তোমরা খিলাফতকেও নিশ্চিহ্ন করতে পারবে নাআর হযরত আবু বকর (রা.)-কেও খিলাফত থেকে বঞ্চিত করতে পারবে। কেননা খিলাফত হলো একটি নূর আর সেই নূর আল্লাহ্র জ্যোতির্বিকাশের একটি মাধ্যম। মানুষ তাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে একে কীভাবে নির্বাপিত করতে পারে?তিনি (রা.) আরো বলেন, এভাবে খিলাফতের এই নূর আরো কয়েকটি বাড়িতেও পাওয়া যায় আর কোনো মানুষই তার চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্রে র মাধ্যমে এই জ্যোতির্বিকাশকে প্রতিহত করতে পারে না।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪৫৭)

মোটকথা, খিলাফত সম্পর্কে এটি তাঁর একটি প্রবন্ধ অথবা তিনি এ বিষয়ে খুতবা দিয়েছিলেন। এর দ্বারা মহানবী (সা.)-এর দৃ ষ্টিতে হযরত আবু বকর (রা.)'র যে মাকাম বা মর্যাদা ছিল আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার যে ব্যবহারিক সাক্ষ্য ছিল তা থেকেও সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবুয়্যতের অব্যবহতি পর খিলাফতের যে সিলসিলাহ্ বা ধারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অব্যাহত হওয়ার ছিল তা অব্যাহত ছিল। কিন্তু এরপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে তা পরের কথা আর পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে সেই ব্যবস্থাপনা আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) তাঁর কয়েকজন সাহাবীর সাথে একটি বৈঠকে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়এবং তাঁকে কষ্ট দেয় কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নীরব থাকেন। সে দ্বিতীয়বার কষ্ট দেয়, তখনও হযরত আবু বকর (রা.) নীরব থাকেন। সেই ব্যক্তি তৃতীয়বার কষ্ট দিলে হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) প্রতিশোধ নিলে মহানবী (সা.) উঠে দাঁড়ান। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন? এর উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, উর্ধ্বলোক থেকে এক ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়েছিল যে সেসব কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছিল যা সে তোমার সম্পর্কে বলছিল। কিন্তু তুমি যখন প্রতিশোধ নিলে তখন শয়তান এসে পড়ল আর যে সভায় শয়তানের অনুপ্রবেশ ঘটে আমি সেই সভায় বসতে পারি না।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৮৯৬)

মহানবী (সা.) আরো বলেন, হে আবু বকর! এমন তিনটি বিষয় আছে যা সব সময় সঠিক। কোনো মানুষের প্রতি যদি কোনো কিছুর মাধ্যমে অন্যায়-অবিচার করা হয় এবং সে যদি কেবল আল্লাহ্ তা'লার (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে তা উপেক্ষা করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে নিজ সাহায্যে সম্মানিত করেন। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উদ্দেশ্যে কোনো অনুদানের দ্বার উন্মুক্ত করে তাকে আল্লাহ্ তা'লা এর দ্বারা সম্পদে প্রাচুর্য দান করেন। তৃতীয় বিষয়টি হলো, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের কাছে যাচনা করতে আরম্ভ করে তার জন্য এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা অভাব-অনটনই বৃদ্ধি করে দেন।

(মাজমুয়ায়েয যোয়াহেদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৪৭, হাদীস-১৩৬৯৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত আবু বকর (রা.)'র গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি (রা.) একজন পূর্ণ মাত্রার তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র

স্বভাব বিশিষ্ট এবং খুবই দয়ার্দ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে এবং দারিদ্রের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী এবং স্নেহ ও দয়ার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেত। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সু গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সা.)-এর আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল যা তঁ ার নেতা ও অগ্রনায়ক আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আচ্ছাদিত করেছিল। মহানবী (সা.)-এর জ্যোতির মনোহর ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণের ছত্রছায়ায় আশ্রিত ছিলেন। কুরআনের ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং নবীনেতা, মানবতার গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা পোষণের ক্ষেত্রে তিনি সব মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁর সামনে পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী উন্মোচিত হওয়ার পর তিনি সমস্ত জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে ও দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে স্বীয় প্রেমাস্পদের রঙে রঙ্গীন হয়ে যান। এছাড়া শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরেই নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন এবং সকল প্রকার জাগতিক কলুষ থেকে পবিত্র হয়ে তাঁর আত্মা এক পরম সত্য ও এক-অদ্বিতীয় খোদার রঙে রঙ্গীন হয়ে যায় আর বিশ্ব প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেকে তিনি বিলীন করেদেন। সত্যিকারের ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরায় এবং হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এবং অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নেয় আর তাঁর কথা এবং কাজে, ওঠা ও বসায় সেই প্রেমের জ্যোতি যখন প্র কাশিত হয় তখন তিনি 'সিদ্দীক' নামে ভূষিত হন আর সর্বশ্রেষ্ঠ দাতার পক্ষথেকে অনেক বেশি সতেজ বা নতুন ও গভীর জ্ঞান তাঁকে দান করা হয়। নিষ্ঠা ছিল তাঁর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য ও একটি সহজাত বিষয় আর এরই ছাপ ও জ্যোতি তাঁর সব কথা, কাজ, ওঠাবসা এবং সব ইন্দ্রিয় ও শ্বাস-প্র শ্বাসে প্রকাশ পেত। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালক খোদার পক্ষ থেকে তাঁকে পুরস্কারপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবুয়্যতকে একটি গ্রন্থের সাথে তুলনা করলে তিনি ছিলেন সেই গ্রন্থের ক্ষুদ্র অনুলিপি। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও সাহসী লোকদের ইমাম ছিলেন এবং নবীদের গুণাবলীসম্পন্ন মনোনীত লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের একথাকে তুমি কোনো অতিশায়োক্তি মনে করবে না আর একে তুমি পক্ষপাতমূলক আচরণ ও প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় জ্ঞান করবে না এবং একে তুমি প্রেমের আতিশয্যও মনে করবে না, বরং এটি সেই বাস্তব সত্য যা আমার কাছে সম্মানিত প্রভুর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)'র এই যে পদমর্যাদা তিনি (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং এত যে গুণকীর্তন করেছেন- এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিকট এগুলো, অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, জাগতিক উপায়-উপকরণের দিকে বেশি মনোযোগী না হয়ে সর্বাধিপতি খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যাবতীয় আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের রসূল ও মনিব (সা.)-এর ছায়াস্বরূপ ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তাঁর এক চিরস্থায়ী সম্বন্ধ ছিল আর এ কারণেই তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কল্যাণে অতি অল্প সময়ে এমন সব আশিসে ভূষিত হয়েছেন যে, অন্যরা তা সুদীর্ঘ কালক্ষেপণ এবং সুদূর পথ পাড়ি দিয়েও লাভ করতে পারে নি।"

(সিররুল খুলাফা, পৃ: ১০১-১০৩)

মহানবী (সা.)-এর ১৪জন সাথির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক নবীকে সম্মানিত ৭জন সাথি দেয়া হয়েছে অথবা শুধু সাথি (দেওয়া হয়েছে) বলেছেন, কিন্তু আমাকে ১৪জন সাথি দেয়া হয়েছে। আমরা তাঁর (রা.) সমীপে নিবেদন করি, তাঁরা কে কে? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমি ও আমার দুই ছেলে, অর্থাৎ হযরত আলী ও তাঁর দুই ছেলে এবং হযরত জাফর, হযরত হামযা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত বিলাল, হযরত সালমান, হযরত আম্মার, হযরত মিকদাদ, হযরত হুযায়ফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)।

(সুনান আত তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৮৫)

মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীরের দায়িত্বও প্রদান করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে মক্কার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি (সা.) হজ্জ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তখন তাঁকে বলা হয়, মুশরিকরা অন্য লোকদের সাথে একসাথে হজ্জ করে এবং অংশীবাদিতামূলক বাক্যাবলী বলে থাকে এবং নগ্ন হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফ করে। একথা শুনে মহানবী (সা.) এ বছর হজ্জ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে (মক্কার উদ্দেশ্যে) প্রেরণ করেন।

(আর রউজুল উনাফ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৮) (উমদাতুল ক্বারী, শারাহ বুখারী, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪, কিতাবুল হজ্জ)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ৩শ' সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন আর মহানবী (সা.) তাঁদের সাথে ২০টি কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন এবং সেগুলোর গলায় মহানবী (সা.) নিজ হাতে কুরবানী চিহ্নস্বরূপ গানিয়া বা মালা পরান এবং চিহ্নিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) স্ব য়ং সাথে করে ৫টি কুরবানীর পশু নিয়ে যান।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৫)

রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত আলী (রা.) সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতগুলোর ঘোষণা এই হজ্জের সময়-ই দিয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণের সময় এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণের শুরুর দিকে একবার খুতবায় আমি তুলে ধরেছি। যাহোক, সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করছি। যখন সূরা বারাআত, অর্থাৎ সূরা তওবা যখন মহানবী (সা.)-এর প্র তি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইতঃমধ্যে হজ্জের আমীর হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এ অবস্থায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন এই সূরা হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে পাঠিয়ে দিন যাতে সেখানে তিনি (রা.) এটি পড়ে দেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, আমার আহলে বায়তেরঅন্তর্গত কোনো মানুষ ছাড়া অন্য কেউ এই দায়িত্ব আমার পক্ষ থেকে পালন করতে পারে না। তখন মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে এনে বলেন, সূরা তওবার শুরুতে যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে যাও এবং কুরবানীর দিন মানুষ যখন মিনায় একত্রিত হবে তখন তাদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দেবে যে, কোনো কাফির জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করার অনুমতি পাবে না আর নগ্ন দেহে কাবা শরীফ তওয়াফের অনুমতিও কেউ পাবে না। কিন্তু মহানবী (সা.) যার সাথে কোনো চুক্তি করেছেন সেই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। হযরত আলী (রা.) এই ফরমান বা আদেশ নিয়ে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত আলী (রা.) -কে পথিমধ্যে দেখতে পান অথবা তঁ ার সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে না কি আপনি আমার অধীনস্থ হবেন? হযরত আলী (রা.) উত্তরে বলেন, আমি আপনার অধীনস্থ হব। এরপর উভয়ে (একসাথে) যাত্রা করেন। [আমি আপনার অধীনস্থ হব, তবে এই আয়াতগুলো আমি পাঠ করে শোনাব।] যাহোক, হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের হজ্জের বিষয়াবলীর তদারকী করেন। সে বছর আরববাসী সেখানেই তাদের তাঁবু খাটায় যেখানে তারা অজ্ঞতার যুগে তাঁবু খাটাতো। কুরবানীর দিনে হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী লোকদের মাঝে সেই বিষয় ঘোষণা করেন যে বিষয়ে (ঘোষণা) করার জন্য মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, এর বিস্তারিত বিবরণ আমি পূর্বেই উপস্থাপন করেছি।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৮৩২)

হযরত আবু বকর (রা.)'র এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্র য়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, চৌধুরী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের পুত্র মুরুব্বী সিলসিলাহ্ জনাব মুহাম্মদ দাউদ যাফর সাহেবের, তিনি এখানে যুক্তরাজ্যে রাকীম প্রেসে (কর্ম রত) ছিলেন। ১৬ নভেম্বর ৪৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । তার জানাযা (বাহিরে) রাখা আছে, ইনশাআল্লাহ্ জুমুআর নামাযের পর আমি জানাযাও পড়াব।

১৯৯৮ সালে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর মুরুব্বি সিলসিলাহ্ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং ২০০১ সালে ইংল্যান্ডে চলে আসেন। এখানে ইসলামাবাদের রাকীম প্রেসে তার পদায়ন হয়। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের সাথে খুবই গভীর সম্পর্ক ছিল।

ইসলামাবাদে অবস্থানকালে কিছুদিন ইসলামাবাদ জামা'তের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। উমরা করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। মরহুম মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা এবং স্ত্রী ছাড়াও ৩ পুত্র ও ১ কন্যা রয়েছে।

তার পিতা চৌধুরী ইউসুফ সাহেব বলেন, দাউদকে মুরুব্বী হওয়ার প্রস্তাব দিলে সে আমার এই বাসনা পূর্ণ করে। কেউ কেউ তাকে বলেছে, মুরুব্বী হওয়ার পরিবর্তে জাগতিক শিক্ষা অর্জনের জন্য এতটা চেষ্টা করলে সে অনেক ভালো চাকরি পেতে পারে এবং নিজের পরিবারের আর্থিক অবস্থা আরো উন্নত করতে পারে। কিন্তু এমন পরামর্শকে দাউদ সাহেব পুরোপুরি নাকচ করে দেন। জামেয়া থেকে শাহেদ (পাশ করে) মুরুব্বী হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালন করেছে। খুবই অনুগত পুত্র ছিলেন। তার পিতা বলেন, আমার সব কথা মান্য করত। কখনো অস্বীকার করে নি। সর্বদা আমাকে সুখ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আর্থিক কষ্ট সত্ত্বেও কখনো নিজ ওয়াক্‌ফ পরিত্যাগের চিন্তাও করে নি। তিনি বলেন, জামেয়া আহমদীয়ায় পড়াশোনার সময় আর্থিক কষ্টের দরুন, সাইকেল পাংচার হয়ে গেলে তার কাছে সেই পাংচার সারানোর মতো অর্থও থাকত না। বাড়ি থেকে (চাকায়) হাওয়া দিয়ে জামেয়াতে যেত এবং ফিরে আসার সময়ও এমনটিই করত। কখনো কোনো অভিযোগ করে নি। যুগ-খলীফার আনুগত্যকারী এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুধাবনকারী মুরুব্বী ছিল।

তার স্ত্রী মুবারাকা সাহেবা বলেন, আমরা ২২ বছর একত্রে ছিলাম। তাকে আমি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী, পরিশ্রমী, খোদার ওপর সীমাহীন ভরসাকারী এবং প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সেবাকারী হিসেবে দেখেছি। জীবনে অনেকবার এমন হয়েছে যখন কিছু কিছু বিষয় বাহ্যত অসম্ভব মনে হয়েছে তখন আমি বলতাম, এটি কীভাবে হবে? তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে আর আল্লাহর কৃপায় এমটিই হত। সন্তানদের সর্বদা উপদেশ দিতেন, ভালো মানুষ হবে, কখনো কারো জন্য কষ্টের কারণ হবে না। সন্তানদের বসিয়ে প্রায়শই একথা বলতেন যে, আজ আমি যে অবস্থানেই আছি তা কেবল খিলাফতের কল্যাণেই এবং জামা'তের কারণে আছি। আল্লাহ্ আমাকে তৌফিক দিন আমি যেন আমার ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি। সর্বদা তার এমন বাসনাই ছিল। তার বড় মেয়ে দারমানা সাহেবা বলেন, তিনি আমাদের কাছে কেবল একটি জিনিসই চাইতেন আর তা হলো, আমরা যেন আদর্শ আহমদী মুসলমান হই এবং নিজেদের আশপাশের লোকদের প্রতি যেন যত্নবান থাকি আর আমাদের কারণে যেন কারো কোনরূপ কষ্ট না হয়।

বড় ছেলে রোহান বলে, আমার বাবা আমাদের আধ্যাত্মিক তরবীয়তের বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন থাকতেন। আমরা যখনই কোন প্রশ্ন করতাম তিনি একজন মুরব্বী হওয়ার সুবাদে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

তার ছোট ছেলে ফুয়াদ দাউদ, এখন তার বছর ১৫ বয়স। সে বলে, শেষ দিনগুলোতে তিনি যখন ভীষণ অসুস্থ ছিলেন (তার ক্যান্সার হয়ে গিয়েছিল আর শেষ দিনগুলোতে তা চরমরূপ ধারণ করেছিল) তাই মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে একটি সুন্দর জীবন যাপন করতে দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কিছুটা ভিন্ন আর আমি তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট।

যাহোক, সন্তানদেরকে সর্বদা পুণ্যের এবং জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তার নসীহতসমূহের ওপর আমল করার তৌফিকও দিন আর তাদের জন্য তার দোয়াও তিনি কবুল করুন।

একথাটি তার পরিচিত সব মুরব্বীরা লিখেছেন যে, সাধারণত তিনি খুবই হাস্যোজ্জল ও (মজার) আসর জমাতে সক্ষম, হৃদয় আকৃষ্টকারী এবং সবার প্রিয় পাত্র ছিলেন। নিজ পেশার ক্ষেত্রে তিনি কম্পিউটার এবং শিল্পকর্মে পারদশী ছিলেন। তিনি মুরব্বী ছিলেন কিন্তু টেকনিক্যাল কাজেও তার মেধা ছিল, এছাড়া এডিটিং ও এধরনের অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে তিনি বেশ দক্ষ ছিলেন। তিনি রাকীম প্রেসে অনেক ভালো কাজ করেছেন। তার মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর অনেক সুযোগ তিনি পেয়েছেন। জামা'তের কাজ করাকে তিনি সর্বদা খোদার একান্ত কৃপা এবং নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন।

এছাড়া তার এক আত্মীয় এটিও লিখেছে যে, নিরবে তিনি অন্যের সাহায্য করতেন। খুবই গোপনে তিনি অভাবী মানুষ এবং আত্মীয়স্বজনকে আর্থি ক সাহায্যও করতেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানদেরও ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন আর তাদেরকে তার পুণ্যগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন এবং তার পিতামাতাকেও (তিনি) ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দুটি গায়েবানা জানাযাও রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম জানাযাটি স্পেনের সাবেক মুবাল্লিগ জনাব করম এলাহী জাফর সাহেবের স্ত্রী রুকাইয়া শামীম বুশরা সাহেবার। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি ১৯৩২ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর তিনি স্পেনের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর হিসাবে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। তার তিন পুত্র এবং তিন কন্যা। তার এক পৌত্রওয়াকফে নও ওয়াকেফে যিন্দেগী আতাউল মু 'নিম তারেক কেন্দ্রীয় স্প্যানিশ ডেস্কের ইনচার্জ। এক পৌত্রীর বিয়েও জামাতের মুরব্বীর সাথে হয়েছে। আল্লাহ্‌র কৃপায় তার দুই ছেলেও ধর্মসেবা করছেন। তার বড় ছেলে (জামাতের) নায়েব আমীর। রুকাইয়া সাহেবার দাদা হলেন, মৌলভী ফখরুদ্দীন সাহেব এবং দাদি হলেন, সাহেব বিবি সাহেবা যিনি মূলত ভেরা নিবাসী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে বয়আ'ত করার পর তারা কাদিয়ানে চলে যান। তার নানা ছিলেন ভাই আব্দুর রহীম সাহেব তিনি আজমীর নিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি শিখ ধর্মে র অনুসারী ছিলেন, কিন্তু পরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আ'ত করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর তিনিও বয়আ'ত করার পর পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান চলে আসেন। এজন্য নানার পরিবার এবং দাদার পরিবার উভয়ই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

রুকাইয়া বেগম সাহেবা সম্পর্কে তার ছেলে লিখেছেন, দাওয়াতুল আমীর পুস্তকের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি এটি কয়েকবার পড়েছেন। তিনি বলতেন, এ পুস্তক পড়ার পর আমার মাথায় থাকা অনেক সংশয় ও সন্দেহের উত্তর পেয়ে গেছি। ১২ বছর বয়স থেকেই নামাযের প্র তি খুবই আন্তরিক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এই মর্মে কাকুতিমিনতি করতেন যে, তিনি যেন তাকে ঈমানের পথ ও সীরাতে মুস্তাকিম তথা সহজসরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন। পর্দার ব্যাপারে খুব যত্নবান ছিলেন। জামা'তের অন্য নারীদের জন্য আদর্শ ছিলেন। অসুস্থ ও অভাবীদের প্রতি গভীর সমবেদনা রাখতেন। সম্ভাব্য সকল পন্থায় তাদের সাহায্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন।

প্রাথমিক যুগে যখন স্পেনে আসেন তখন মওলানা সাহেবের সাথে তাকে সেখানে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তবলীগ করার কারণে মওলানা সাহেবকে প্রায়ই পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যেত অথবা বাড়িতে অভিযান চালাত। পুলিশ তবলীগি কার্য ক্রম প্রমাণের জন্য (বাড়িতে) তল্লাশি চালাত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর স্বামীর মত তিনিও এই বিশ্বাসে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন যে, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন এবং সমস্ত বিপদাপদ দূর করে দিবেন।

তাঁর পুত্র লিখেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন মওলানা সাহেবকে কর্ডোভাতে মসজিদ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান সন্ধান করার নির্দে শ দেন তখন তিনিও এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন। মসজিদে বাশারতের নির্মাণকাজ যখন আরম্ভ হয় তখন প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর স্বামীর সাথে বাসে চেপে কর্ডোভা থেকে পেড্রোয়াবাদ পর্যন্ত নির্মাণকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আসতেন। সমস্ত খরচাদির রেকর্ড তাঁর নিকট থাকত। মসজিদের নির্মাণকাজে তিনি রীতিমত হিসবারক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁর পুত্র ফযল ইলাহী কমর বলেন, আমার শ্রদ্ধেয়া মা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'রউপদেশকে সর্বদা তাঁর দৃষ্টিপটে রেখেছেন। তিনি (রা.) বলেছিলেন, আপনার দায়িত্বকে দৃষ্টিপটেরাখবেন এবং স্বামীকে সৎপরামর্শ দিবেন। আপনি এমন একটি দেশে যাচ্ছেন যেখানে আপনি আপনার স্বামীকে তবলীগের কাজে অলস হতে দিবেন না, বরং তাকে আরো তৎপর রাখতে হবে। একসাথে থাকার জন্য মৃত্যুর পর অফুরন্ত সময় পাওয়া যাবে- এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে আপনাকে জীবনের এই দিনগুলোতে কাজের সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে।

যাহোক, তিনি এই উপদেশ মেনে চলেন। সকল পরিস্থি তিতেই তিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রেখে ধৈর্য ও মনোবল প্রদর্শন করেছেন। প্রাথমিক যুগ খুবই কঠিন ছিল কিন্তু তিনি তাও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সহ্য করেছেন। ধর্মকে সর্বদা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র উপদেশের ওপর আমল করে ইউরোপের এমন একটি দেশে ইসলামী আদর্শ প্র তিষ্ঠা করেছেন যেখানে এক যুগে ইসলামের নাম উচ্চারণ করাও অপরাধ মনে করা হতো। স্পেনে আহমদীয়াতের তবলিগী কার্যক্রম প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তাঁর পুণ্যকর্ম ধরে রাখার সৌভাগ্য দিন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেবের কন্যা মোহতরমা তাহেরা হানিফ সাহেবার। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র পুত্র মরহুম মির্যা হানীফ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্র কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র পুত্রবধু ছিলেন এবং আমারও মামি ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। যেমনটি আমি বলেছি, তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব। তিনি বুখারী শরীফের বেশ কয়েকটি খণ্ডের তফসীর বা ভাষ্যও লিখেছেন। তিনি অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন। তিনি বিভিন্ন আরব দেশেও বাস করেছেন। তাঁর, অর্থাৎ তাহেরা বেগম সাহেবার মাতার নাম সৈয়দা সিয়ারা সাহেবা। তিনি দামেস্কের অধিবাসিনী ছিলেন, তিনি আরব ছিলেন। তাঁর দাদা হযরত ডাক্তার সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেবের মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন হয়। তিনি ১৯০১ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আ'ত করেন এবং এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর গোটা বংশের শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ সবাইকে স্বপ্নযোগে সঠিক পথের দিশা দিয়ে তাদের ঈমান দৃঢ় করতে থাকেন। হযরত ডাক্তার আব্দু সসাত্তার শাহ্ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র নানা ছিলেন। এ দিক থেকে ইনি তার মামাতো বোন ছিলেন। শ্রদ্ধেয়া তাহেরা সাহেবা ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার সেক্রেটারী এসলাহ্ ও এরশাদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া সিয়েরা লিওনেও তার ওয়াক্ফে যিন্দেগী স্বামীর সাথে কয়েক বছরকাটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তান দান করেছেন।

তার বড় মেয়ে আমাতুল মু'মিন সাহেবা বলেন, আমরা আমাদের মাকে সর্বদা পাঁচবেলার নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামায ও নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়তে ব্যস্ত দেখেছি, বরং ইশরাক ও অন্যান্য নামাযও তিনি পড়তেন। কখনো এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটতে দেখি নি। সবকিছু ই তিনি পরম আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে করতেন। ইবাদতও অত্যন্ত আন্ত রিকতাএবং একাগ্রতার সাথে করতেন। তিনি বলেন, আমি ভেবে অবাক হতাম যে, এগুলি করার পরওজাগতিক কাজকর্ম তিনি কীভাবে করতেন। শ্বশুরবাড়ির অধিকার, প্রতিবেশির অধিকার, আমার বাবার দেখাশোনা করা, আমাদের সবার পানাহারের চিন্তা করা। এছাড়া অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রেও তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। জামা'তের সাথে আন্তরিকতা, তার জীবনে যে কজন খলীফাকে পেয়েছেন তাদের সবার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। ওসীয়্যতের ব্যাপারে সর্ব দা চিন্তা করতেন। যুগ-খলীফার কাছে চিঠি লিখার ব্যাপারে তাগাদা দিতেন আর বলতেন, চিঠি লিখে প্রশান্তি পাওয়া যায়। আমাকেও নিয়মিত চিঠি লিখতেন, বরং প্রত্যেক খুতবার পর প্রায়শই তার চিঠি আসত আর তাতে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য থাকতো। কোনো বিষয় তাঁর ভালো লাগলে সেটির উল্লেখ তিনি বিশেষভাবে চিঠিতে করতেন। কখনোই কোনো আপত্তিকর কথা উল্লেখ করতেন না, বরং যদি আমাকে জড়িয়ে এমন কোনো কথা উঠত তাহলে তিনি বলতেন, আপত্তিকর বিষয়ে (তাঁকে) জড়ানোর কোনো প্রয়োজনই নেই। এসব বিষয়ে সর্বদাই আমি ক্ষতি হতে দেখেছি কখনো কোনো কল্যাণ হতে দেখি নি।

যেমনটি আমি বলেছি, খিলাফতের সাথে অসাধারণ সম্পর্ক ছিল। দরিদ্র লোকদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন। আখতার সাহেব আমাকে লিখেন, আমার বাবা- আমার মা এবং আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলে তিনি তাঁর বাড়িতে আমাদেরকে আশ্রয় দেন আর নিজের সন্তানের মত (আমাদের) খোঁজখবর রাখতেন। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে কখনোই আমাদের অভাব টের পেতে দেন নি।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তঁ ার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন। বুযুর্গদের পদতলে তাঁকে ঠাঁই দিন আর তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্যকর্মগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন,আমীন।

****

আমি সব সময় একথা ভেবে আশ্চর্য হই যে, কোনও মুসলমানও কি কখনও কবরে সিজদা করতে পারে?

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ সূরা বাকারার ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদসমূহে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণে বাধা দেয়, তাঁর ইবাদত করতে বাধা দেয় এবং এভাবে সেটি জনমানবহীন করার চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি সব থেকে বড় অত্যাচারী। এটি কতই উচ্চমানের শিক্ষা যা ইসলাম উপস্থাপন করেছে। এই শিক্ষাকে দৃষ্টিপটে রাখ, দেখবে পৃথিবীর কোন ধর্ম তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। মুসলমানদের কর্মধারা উপেক্ষা কর, আর এই আদেশ ও শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দাও। আল্লাহ তা'লা বলেছেন, যিকরে ইলাহিতে কাউকে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে গিয়ে ইবাদত করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। কোন হিন্দু, শিখ বা খৃষ্টান এসে মুসলমানদের মসজিদে এসে নিজের মত ইবাদত করতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। কেউ যদি বলে বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং নৃত্য করা তাদের ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তবে আমরা তাকে বলব, এই কাজটা বাইরে করুন। বাকি যতটুকু ইবাদতের অংশ রয়েছে সেটি মসজিদে এসে সম্পন্ন করুন।

সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এই শিক্ষা অনুশীলন করেছেন, তিনি আমাদের নবী আঁ হযরত (সা.) , যিনি নাজরানের খৃষ্টানদেরকে নিজের মসজিদে গীর্জা করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। যাজুল মুআদ- এ লেখা আছে,

لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ نَجْرَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوْا عَلَيْهِ مَسْجِدَهٗ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَقَالُوْا اَيُصَلُّوْنَ فِيْ مَسْجِدِهٖ فَاَرَادَ النَّاسُ مَنْعَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُمْ فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلَّوْا صَلٰوتَهُمْ

(যাজুল মুআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫) অর্থাৎ রসুল করীম (সা.) কে নিকট নাজরান থেকে একদল খৃষ্টান আসে। তারা আসরের পর মসজিদে নববীতে এসে কথাবার্তা বলতে থাকেন। কথোপকথনের মাঝে তাদের ইবাদতের সময় হয়ে আসে। (সম্ভবত সেটি রবিবার ছিল) তারা সেখানে মসজিদের মধ্যেই নিজেদের পদ্ধতি অনুসারে ইবাদত করার জন্য উঠে দাঁড়ায়। লোকেরা তাদেরকে বাধা দিতে চাইছিল। কিন্তু রসুল করীম (সা.) তাদের বলেন, এমনটি করো না। সুতরাং, তারা সেখানেই পূর্বদিকে মুখ করে নিজেদের পদ্ধতিতে ইবাদত করল।

কাজেই মসজিদে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো নেই। যদি সমস্ত জাতি এই আদেশ পালন করতে শুরু করে, তবে পারস্পরিক বিবাদগুলি আর থাকবে না। যদি প্রত্যেক জাতি নিজেদের উপাসনাগারে অন্যদেরকে আসার এবং ইবাদত করার অনুমতি দিয়ে দেয়, তবে কখনই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও তিক্ততা জন্ম নিবে না। আর পৃথিবীতে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। মুসলমানদেরও কর্তব্য, নিজেদের আমলের প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং চিন্তা করে দেখা যে তারা কি সেই শিক্ষা পুরোপুরি মেনে চলছে যা কুরআন দিয়েছে এবং যা রসুল করীম (সা.) এর কর্মধারা ছিল। নাকি এর বিপরীতে স্বরচিত ধর্মনীতি মেনে চলছে? আমি মনে করি যে, এই আয়াত অ-আহমদী এবং আমাদের মাঝে পার্থক্য নিরুপণকারী আয়াত।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩০-১৩২, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

(নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

হুযূর (আই.) সম্মানিত স্টীফেন হার্পার-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং সে সময় শান্তিপ্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণমূলক কর্মকান্ডে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চলমান প্রচেষ্টার জন্য প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হুযূর (আই.)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চলাকালে হুযূর (আই.) বিশ্বে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার বিষয়েও সতর্ক করেন। তিনি (আই.) মুসলিম চরমপন্থী ও সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ভাষায় নিন্দাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, তাদের কর্মকান্ডগুলো সম্পূর্ণরূপেই ইসলামী-শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত এবং নবী করীম (সা.) এর জীবনের বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন, যেগুলো ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিচয় বহন করে। তিনি (আই.) কতিপয় অ-মুসলিম শিক্ষাবিদের লেখা থেকেও ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

বিশ্বে শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন: "প্রত্যেকেই এটা উপলব্ধি করেন যে, বর্তমানে বিশ্বে শান্তি ও ঐক্যের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। এ সত্যটি উপলব্ধি করা সত্বেও মনে হয়, শান্তি ও ঐক্য কিভাবে অর্জন করা যায়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে মানুষ আদৌ আগ্রহী নয়।

দুঃখের বিষয় যে, বিশ্বের অনেক অংশেই মানুষ পরস্পরের উপর কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্রমশ চাপ প্রয়োগ করছে এবং এভাবে অন্যদের ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রত আছে"।

হুযূর (আই.) বলেন ঃ "মূলত: মুসলিম দেশগুলোকে অথবা তথা-কথিত 'ইসলামী-দল' গুলোকে ঘিরে বর্তমানে বিশ্বে যে অশান্তির আগুন জ্বলছে, সে প্রেক্ষিতে আপনাদের মধ্য থেকে কতক লোক এ প্রশ্নের অবতারণা করতে পারেন যে, এমতাবস্থায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন মুসলিম নেতার বক্তব্য কী? বস্তুত, এ বিষয়ে ধারণা দেওয়ার আগে ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। কারো পক্ষেই এমন কোন ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, চরমপন্থী বা সন্ত্রাসীরা যা করছে, তা ইসলাম সম্মত"।

হুযূর (আই.) বর্ণনা করেন যে, মানুষের অধিকারকে সমুন্নত করার ক্ষেত্রে সরকারগুলো কতোটা ব্যর্থ হয়েছে, যার পরিণামে চরম-পন্থা ও সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে, আর অনেকগুলো মুসলিম দেশে সরকারের পতন ঘটেছে। তিনি (আই.) বলেন যে, অশান্তির মূল কারণই হচ্ছে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচারের অভাব।

হুযূর (আই.) বলেন ঃ ইতিপূর্বে অনেক উন্নত দেশকেও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয়েছে এবং সেগুলোকে চরম দুর্দশাপূর্ণ গৃহযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এসব সংঘাত এবং সবগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণই হচ্ছে সেসব দেশে বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলমান তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল এবং পরস্পরের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। দুঃখজনকভাবেই এর ফল এটা দাঁড়ায় যে, শান্তি তিরোহিত হয় এবং একই সাথে জনগণ অস্থিরতার শিকারে পরিণত হয়"।

মুসলমানদের কাছে ইসলাম ন্যায়বিচারের যে মানদন্ড আশা করে, সে বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

"পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে যে, সত্যকে সমর্থন করতে গিয়ে একজন মানুষের উচিত, প্রয়োজনে তার নিজের বিরুদ্ধে অথবা তার প্রিয়-পাত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানেও প্রস্তুত থাকা। একথা বলাটা খুবই সহজ যে, 'আমি আমার বিরুদ্ধে কথা বলতে প্রস্তুত আছি। যাহোক, বাস্তবে এমন এক অবস্থা বজায় রাখা অবিশ্বাস্যভাবেই কষ্টকর। তথাপি, এটাই হচ্ছে সেই লক্ষ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান, যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্যে নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে তিনি বলেছেন যে, সত্যিকারের ন্যায়বিচার প্রকাশ হতে পারে না, যতক্ষণ না কোন মানুষ তার ব্যক্তিগত সুবিধাগুলোকে ত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়েছে"।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "যদি ন্যায় নীতি অনুশীলিত হয়, তবে শুধুমুসলিম দেশগুলোতেই নয়, বরং প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক শহরে, প্রত্যেক মহানগরে এবং বিশ্বের প্রত্যেক জাতিতেই অনুপম এ নীতিটিই হচ্ছে শান্তি স্থাপনের উপায়"। প্রাথমিক-যুগের মুসলমানদেরকে যে কারণে আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সেটার ব্যাখ্যায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান বলেন যে, সেটা ছিল নিরবিচ্ছিন্নভাবে কয়েক বছর ধরে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া। তিনি (আই.) বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এ-কারণেই এ অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে সব ধর্মের সকল মানুষই তাদের স্ব স্ব ধর্ম-বিশ্বাসকে রক্ষা করার স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "ইসলামের আলোকিত-শিক্ষাগুলোর এক মহান প্রকাশ হচ্ছে এই যে, জিহাদ করার অনুমতি পবিত্র কুরআন মুসলমানদেরকে কেবল এই জন্য দেয়নি যে, তারা শুধুইসলামকেই রক্ষা করবে, অথবা একারণে দেয়নি যে, অন্যথায় সবগুলো মসজিদ ধ্বংস হয়ে যাবে, বরং এ অনুমতিটি দেওয়া হয়েছিল সবগুলো ধর্মকেই রক্ষা করতে এবং সব ধর্মের ইবাদত-স্থানগুলোকে রক্ষা করতে, তা সেটা গীর্জা, দেবালয়, ইহুদীদের উপাসনালয়, মসজিদ, অথবা অন্য যে-কোন ধর্মের উপাসনালয়ই হোক"।

এরপর হুযূর (আই.) আরো বলেনঃ "প্রথমিক যুগের মুসলমানরা তাদের নিজেদের জীবন রক্ষার তাগিদে নয়, বরং সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষাকল্পে এবং অভিব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সার্বিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতেই সব ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সেসব মুসলমান একারণে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, যাতে অত্যাচারের সেই হাত বিচূর্ণ হয়, যা বিশ্ব-শান্তিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল"।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, বিশ্বের অশান্ত পরিস্থিতির দায় কেবলমাত্র মুসলমানদের ওপর চাপানো যায় না। কতিপয় অমুসলিম জাতিই অস্ত্র তৈরী করে সেগুলো মুসলমানদের কাছে বিক্রী করেছিলো, যা যুদ্ধের ইন্ধন জুগিয়েছে। তিনি (আই.) আরো বলেন ঃ " বস্তুতপক্ষে মুসলমান-বিশ্বের পক্ষে অহিতকর যুদ্ধে ইতি টানার পরিবর্তে বৃহৎশক্তিগুলো সেই যুদ্ধে আরো ইন্ধন জুগিয়েছে। শান্তিকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে বৃহৎ-শক্তিগুলো ক্রমাগতভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে এবং এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে তারা লাভবান হতে চেয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, আজ যে যুদ্ধ চলমান আছে, সেটা ধর্মীয় কোন কারণে নয়, বরং সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা এবং সম্পদ ও প্রতিপত্তি অর্জন করা"। এ পর্যায়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আরেকটি বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কার বিষয়ে সতর্ক করেন, যেটাকে তিনি 'সর্বনাশা' বলে অভিহিত করে বলেন ঃ 'যুদ্ধংদেহী অবস্থা আমাদেরকে এক তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বাভাস দিচ্ছে, যা ক্রমেই অধিকতর বেগবান হচ্ছে। এমন একটি যুদ্ধের পরিণতি আগামী কয়েক দশক জুড়ে স্থায়ী হতে পারে। স্থায়ী বিকিরণের ফলে বংশপরাম্পরা ধরে শিশুরা খুব সম্ভব পঙ্গু হয়ে অথবা জন্মজাত ত্রুটি সহ জন্ম নেবে। এ কারণে মানবজাতির জন্য এ সময়ের এক জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করার জন্য কাজ করা।

সারা বিশ্ব জুড়ে অশান্তির জন্যে কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে দোষ দেওয়ার পরিবর্তে বিশ্বের বৃহৎ-শক্তিধরদের উচিত একধাপ পিছিয়ে নিজদের দিকে দৃষ্টি ফেরানো। রাজনীতিবিদগণ যাতে মুসলমানদেরকে তাদের দেশে প্রবেশ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে, সে লক্ষ্যে প্রচার না চালিয়ে বিশ্বে এখন এমন সব নেতা প্রয়োজন, যারা সেসব কাজ করার ব্যাপারে আন্তরিক, যেগুলো আমাদের মধ্যকার বিভাজন দূর করবে"।

উপসংহারে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ "একজন দায়িত্বশীল বিশ্ব-নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং নীতি-নির্ধারকদের উচিত, তাদের দায়িত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাদের আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা উচিত যে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পঙ্গুহয়ে জন্ম না নেয়, অথবা কোন ভগ্ন-বিশ্বে জন্ম নেয়; বরং স্বাস্থ্যবান ও সুখী হয়ে যেন জন্ম নেয়, এবং এমন এক পৃথিবীতে জন্মে, যেটা শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যপূর্ণ"।

কানাডা-র আমীর জনাব মালিক লাল খান কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তার সাথে কানাডার বেশ ক'জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হন। তাদের মধ্য থেকে ক্যালগেরীর মেয়র মিঃ নাহিদ নেন্‌শি বলেন ঃ "বিগত ৫০ বছর ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানাডায় বিদ্যমান আছে, আর এ সময়ের মধ্যে এ জামাত মানব-হিতৈষী যেসব কাজ করে আসছে, তার জন্যে আজকের দিনে এ জামাতকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে, অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সম্ভবত অন্য অনেকের চাইতে এ জামাত বেশী যুদ্ধ করে, যা আমাদের সবার জন্যই মঙ্গলকর। এ জামাত এটা অনুধাবন করে যে, সবাই মিলে গঠিত যে সমাজ, সেটা মূলতঃ প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমৃদ্ধ করে"।

কানাডার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ ষ্টিফেন হার্পার বলেন ঃ "প্রধান মন্ত্রী হিসেবে আমার কর্মকালের পুরোটা সময় জুড়েই আহমদীয়া

মুসলিম জামাত ছিল আমার উত্তম-সঙ্গীদের অন্যতম, যাদের সাথে আমরা কাজ করেছি। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের আহমদীদের মতোই কানাডার আহমদী জামাতও শান্তি, বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব-বোধ এবং খোদার ইচ্ছার প্রতি নিষ্ঠা, যা মূলত: সত্যিকার-ইসলামের নীতি এবং নির্যাস ও তার ধারক হিসেবে সুপরিচিত। আর কেবল কানাডাতেই নয়, বরং বিশ্বের যেখানেই আহমদীগণ বাস করেন, বিভিন্ন উপায়েই তারা মানুষের সেবা করে থাকেন। আহমদী হিসেবে আপনারা যখন কোন প্রকাশ্য-স্থানে দাঁড়িয়ে এ ঘোষনা দেন যে, 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃনা নয় কারো 'পরে', তখন কানাডার সব মানুষের জন্যে অপরিহার্যভাবেই আপনারা একজন সাথী, একজন প্রতিবেশী এবং একজন বন্ধু হয়ে ওঠেন"।

হিউম্যান সার্ভিসেস বিভাগের প্রাদেশিক মিনিষ্টার জনাব ইরফান সাবের বলেন ঃ

"বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সমগ্র কানাডা সফরকালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যেভাবে এ সাহসিকতাপূর্ণ বাণী- 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে', -ছড়িয়ে যাচ্ছেন, তাতে কানাডাবাসীদেরকে তিনি শান্তি ও সমবেদনা দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন"।

সর্বোচ্চ আইন-সভার ফেডারেল সদস্য মিঃ দর্শন ক্যাং বলেন ঃ "আমাদের মধ্যে সেসব লোক, যারা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে অবস্থান ও কাজ করার সুযোগ লাভ করেছে, তারা জানে যে, আহমদী মুসলমানরা কানাডীয় সমাজে কতটা বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। মূল্যবোধকে মূর্ত করার ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত এক বিশেষ স্থানে অধিষ্ঠিত, কানাডাবাসী হিসেবে যেগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই খুবই প্রিয়"।

অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পর ফার্স্ট-ন্যাশনস্ কমিউনটির একদল প্রতিনিধি হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানান। দেশীয় মুরুব্বীরাও তাদের রীতি মোতাবেক হুযূর (আই.)কে ঐতিহ্যবাহী এক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং এরপর তার সাথে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

হুযূর (আই.) এর সাম্প্রতিক কানাডা সফরে ক্যালগেরী শান্তি-সম্মেলনটিই ছিল হুযূর (আই.)কে দেওয়া সর্বশেষ গণসংবর্ধনা। এর আগের সপ্তাহগুলোতেও অটোয়ার পার্লামেন্ট-হিলে, ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে, কানাডা শান্তি সম্মেলনে ও মসজিদ উদ্বোধনী-অনুষ্ঠানে এবং লয়েড মিনিষ্টারের সম্মেলনে হুযূর (আই.) মূলবক্তব্য প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন যে, জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার প্রয়োজন ছিল সদস্য-দেশগুলোর মধ্যে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "কেবল বৃহৎ শক্তিগুলো এবং জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক কোন প্রতিষ্ঠান সর্বাবস্থায় যদি সত্যিকারে তাদের মূলনীতির উপর কাজ করতো, তবে আমরা সন্ত্রাসবাদের এই বিষময় প্লেগকে বিশ্বের এতগুলো অংশে সংক্রমিত হতে দেখতাম না। বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকেও আমরা বারবার ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হতে দেখতাম না, আর বিপুল উদ্বাস্তু-সংকট, যেটা বর্তমানে ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশগুলোকে তটস্থ ও আতঙ্কিত করছে, সেটাকেও আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হতো না।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে জাতিসংঘকে অবশ্যই কুটিল রাজনীতি, অবিচার এবং স্বজনপ্রীতির বোঝা নামিয়ে রেখে আসল ভূমিকাটি পালন করতে হবে।"

হুযূর আনোয়ার(আই.) বলেন : "আমি আশা করি এবং দোয়া করি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ জাতিসংঘকে এবং বিশ্বের সরকারগুলোকে এমন ভাবে কাজ করার তৌফিক দিন, যাতে সত্যিকার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কোন বিকল্প চিন্তা করা যায় না, কারণ এখন আমরা যেভাবে চলছি, সেভাবে চলতে থাকলে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আকারে বিপুল এক ধ্বংসের দিকে বিশ্ব অতি দ্রুত ধাবিত হবে।"

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ও নীতি নির্ধারকগণকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করুন, যাতে যে-বিশ্বকে আমাদের সন্তানদের ও ভবিষ্যত-প্রজন্মের জন্যে রেখে যাচ্ছি, সেটা যেন শান্তি ও সমৃদ্ধময় এক বিশ্ব হয়।"

এ অনুষ্ঠানটি চলাকালে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) জাতিসংঘের মানবাধিকার বিভাগের সাবেক হাই কমিশনার এবং কানডীয় সুপ্রিম কোর্টের সাবেক জজ মিসেস লুইস আর্বারকে জন সেবার জন্যে স্যার জাফরুল্লাহ্ খান পুরস্কারে ভূষিত করেন। তার সুদীর্ঘ ও স্বতন্ত্র জীবন-ধারার জনসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। পুরস্কারটি গ্রহণের পর মিসেস লুইজ আর্বার বলেন ঃ

"একজন মহান আইনজ্ঞ, আইনজীবি, বিচারক এবং স্বনামধন্য কূটনীতিবিদের নামাঙ্কিত অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কারটি পেয়ে আমি নিজেকে বিশেষ-ভাবে সম্মানিত বোধ করছি। স্যার চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান যখন আন্তর্জাতিক আদালতে চীফ জজ ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন তার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি নিজেকে বিশেষভাবে সম্মানিত বোধ করি। শান্তির সংস্কৃতিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত যেভাবে উৎসাহিত করে থাকে এবং করে চলছে, তাতে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি।"

বেশ ক'জন অতিথি-বক্তাও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। বিজ্ঞান-মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী জাষ্টিন ট্রুডোর ব্যক্তিগত সচিব মিঃ কার্ষ্টি ডানকান বলেন ঃ "আজ রাতে এখানে উপস্থিত থেকে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-কে পার্লামেন্ট হিল-এ স্বাগত জানানোর সুযোগ লাভ করে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সাথে পার্লামেন্ট-হিলের সবাই আজ একত্রিত হয়ে তার সাথে মিলিত হতে পেরে এবং তাকে আমাদের জোরালো-সমর্থন জ্ঞাপন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কানাডায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশাল এক পার্থক্য সৃষ্ট করেছে এবং সর্বদাই 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে'-এর অনুশীলন করে যাচ্ছে।" আন্তর্জাতিক ধর্মীয়-স্বাধীনতা বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের কমিশন-এর ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ জেমস জে জগ্‌বি বলেন ঃ

"আন্তর্জাতিক ধর্মীয়-স্বাধীনতার ওপর ইউ. এস. কমিশনের পক্ষ থেকে আমি আজ রাতে হুযূর (আই.) এর পাশে থাকতে পেরে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে যে বিষয়টি সর্বদাই আমাদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তা হচ্ছে- এ জামাতের সবাই প্রায়শঃই নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও আপনারা নির্যাতিত অন্যান্যদের অধিকারকে সর্বদাই সমর্থন দিয়ে আসছেন। এমন এক বিশ্ব, যেখানে অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বেড়ে চলছে, সেখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সহিষ্ণুতা ও মঙ্গল কামনায় এক শক্তিশালী প্রবক্তার ভূমিকা পালন করে চলছে।"

প্রশ্নোত্তরের এক পর্বে হুযূর (আই.) আইন-সভার স্পিকার কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সবার সাথে পরিচিত হন, যেখানে প্রধানমন্ত্রীসহ হাউজ অব কমন্‌স এর উপস্থিত সব সদস্য উঠে দাঁড়িয়ে হুযূর (আই.)-কে সম্মান প্রদর্শন করেন। উপরন্তু, এম.পি. মিঃ জুডি এসগ্রো হাউজ অব কমন্‌স-এ একটি সদস্য-বিবৃতি পড়ে শোনান, যাতে স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, " আজ কিছুক্ষণ পূর্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আধ্যাত্মিক নেতা পার্লামেন্ট হিলে আনুষ্ঠানিক এক সফরে অটোয়া পৌঁছেছেন। এ সফরে আমাদের সাথে অবস্থানকালে 'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে'- এই শান্তিপূর্ণ বাণীটিকে অধিকতর বিস্তার দানের প্রচেষ্টায় তিনি কেবিনেট মন্ত্রীবর্গ, সিনেটর বৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাত করবেন। এ কাজটি হচ্ছে চলমান প্রচেষ্টার এক অংশ, যেটা তিনি ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি ও সৌন্দর্য প্রকাশের কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোকে শান্তি ও ধর্মীয়-স্বাধীনতা কায়েমের এবং কানাডা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশকে মানবাধিকার উন্নয়নের আহ্বান জানাচ্ছেন। হুযূর (আই.) ও বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে তাদের এ কাজের জন্যে আমি অকুণ্ঠ-সমর্থন জ্ঞাপন করছি, এবং আমার সংসদ সদস্যবৃন্দ ও কানাডার জনগণের পক্ষ থেকে আমি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছি।"

২৮ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রাণপ্রিয় নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কানাডার টরন্টো-য় ইয়র্ক-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবদি, সংবাদ-মাধ্যমের কর্মী এবং চিন্তাবিদগণ সহ ১৮০ জনেরও অধিক শ্রোতার সামনে এক ঐতিহাসিক-বক্তব্য প্রদান করেন। ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ-সাজেসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের

যুগ খলীফার বাণী

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে। **(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

শিরোনাম ছিল 'ন্যায়হীন এক বিশ্বে ন্যায়বিচার'। হুযূর (আই.) তার বক্তব্যে বিশ্বে ক্রমবর্ধমান সংঘাত এবং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন-বিপদ সম্পর্কে কথা বলেন। বক্তৃতায় হুযূর (আই.) বলেন যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তা যখন এর প্রায়োগিক ও বৈজ্ঞানিক-উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন একই সাথে কখনো এটা অসৎ কাজে এবং ধ্বংস করার শক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "উন্নত প্রায়োগিক-বিদ্যার এই সক্ষমতাও আছে যে, একটি বোতামে চাপ দিলেই এটা অনেক দেশকে মানচিত্র থেকে নিমেষে মুছে ফেলতে পারে। আমি সেসব অস্ত্রের উন্নয়নের কথা বলছি, আজকাল এমন সব অস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে, যেগুলো কেবল আজকের সভ্যতাকেই ধ্বংস করতে সক্ষম নয়, বরং আগামী কয়েক প্রজন্মের দুর্দশা সাধনে সক্ষম"।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব জুড়ে অরাজকতার উদ্ধৃতি দিয়ে হুযূর (আই.) বলেন যে, একজন মুসলমান-নেতা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এটা দুঃখের কারণ যে, বিশ্বে আজ যে সংঘাত ও সন্ত্রাসবাদ বিদ্যমান, সেটার সাথে ইসলামকে অংশীদার করা হচ্ছে। এরপর হুযূর (আই.) ইসলামের প্রাথমিক উৎস পবিত্র কুরআন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) এর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে এই ভ্রান্ত-ধারনার অপনোদন করেন যে, ইসলাম হিংস্রতা, চরমপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করার ধর্ম । পবিত্র নবী (সা.) এর প্রসিদ্ধ একটি হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে যে, অপরের জন্যে কোন মানুষের এমনটাই আশা করা উচিত, যা সে নিজের জন্যে আশা করে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ

"মৌখিকভাবে এমনটি ঘোষণা করা খবই সহজ যে, 'হ্যাঁ, অন্যদের জন্যে আমরা উত্তম কিছু করি', তবে বাস্তবে এমনটি করা খুবই কষ্টকর ও দুঃসাধ্য। স্বার্থের সংঘাত যেখানেই এসে পড়ে, সেখানে অধিকাংশ মানুষ অন্যদের অধিকারের উর্ধ্বে তাদের নিজেদের সুযোগ-সুবিধাকেই প্রাধান্য দিতে আগ্রহী হয়"।

হুযুর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৪, আয়াত নং ৫৯ এর উদ্ধৃতি দেন, যেটা মুসলমানদেরকে সেসব লোকের কাছে তাদের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার নির্দেশ দান করেছে, যারা সেগুলোর পাওয়ার যোগ্য। দায়িত্ব অর্পনের উদাহরণ হিসেবে হুযূর (আই.) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন এবং বলেন ঃ "নির্বাচন কিংবা মনোনীত করণের ক্ষেত্রে কারো উচিত নয় যে, সে তার মিত্র অথবা দলের কোন সদস্যকেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দেবে, বরং তার এ বিষয়টিরই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত যে, নির্ধারিত কাজ সম্পাদনে সবার চাইতে যোগ্য ও মানানসই ব্যক্তিটি কে, সেটি বিবেচনা করা। তারপর, যারা নির্বাচিত হবে এবং সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পাবে, তাদের উচিত সাধুতা, নিষ্ঠা এবং ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে তাদের দায়িত্বাবলী পালন করা। এ শিক্ষাটিই হচ্ছে গণতন্ত্রের আদর্শ, যা ইসলাম সমর্থন করে।

হুযূর (আই.) আরো বলেন ঃ "কোন প্রতিনিধি নির্বাচনে কিংবা কোন নীতি-নির্ধারণে কেবল দল কিংবা ব্যক্তিগত-সম্পর্ককে প্রাধান্য না দিয়ে এটাই হওয়া উচিত ভোটদানের মূল-নীতি"।

হুযূর (আই.) বলেন যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দুর্বল-দেশগুলো যেহেতু প্রায়শঃই শক্তিশালী দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে, সেহেতু শক্তিশালী দেশগুলোর উচিত, তাদের ওপর যে আস্থা অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলো পূরণ করা।

এ বিষয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "জাতিসংঘে এমনটি হওয়া উচিত নয় যে, কতিপয় সেসব দেশ, যারা ক্ষমতা ও প্রভাবের অপব্যবহার করে, অথবা নিরাপত্তাপরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে কেবল নিজেদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই ভেটো প্রয়োগ করে, যখন সেটা অধিকাংশ দেশের স্বার্থের বিরোধী হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সব সদস্যেরই উচিত, একত্রে কাজ করে তাদের অঙ্গীকার পালন করা, যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর তা হচ্ছে 'বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা"।

হুযূর (আই.) বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, স্বার্থ-চিন্তাই হচ্ছে জাতিসংঘের শক্তিশালী সদস্যদের চরিত্রের উৎকর্ষ-নির্দেশক ছাপ। তিনি বলেন যে, নিরাপত্তা-পরিষদের স্থায়ী-সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের যে ক্ষমতা, সেটা সন্দেহাতীতভাবে পক্ষপাত-দুষ্ট একটি বিষয়।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বৈদেশিক-নীতিতে বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ২০০৩ সনে সংঘটিত ইরাক-যুদ্ধটি হচ্ছে এর এক 'প্রকৃষ্ট উদাহরণ', যার মধ্যে যুদ্ধটির সমর্থনকারীদের অনেকে, যারা প্রথম দিকে এটাকে সমর্থন করেছিল, এখন এটাকে 'এক গুরুতর-অন্যায় হয়েছে'-বলে স্বীকার করছে। এসব ত্রুটির পরিমাণ উল্লেখ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন ঃ "এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের অবিচার বিশ্ব-শান্তির ভিত্তিকে টলিয়ে দিয়েছে এবং 'দায়েশ'এর মত সন্ত্রাসী দলগুলোর সৃষ্টি ও বৃদ্ধিদানে সহায়তা করেছে। এসব দল এখন কেবল মুসলিম-বিশ্বের জন্যেই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যেই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে"।

হুযূর (আই.) বলেন, এমনটি মনে হয়না যে, বিশ্বের বৃহৎ-শক্তিগুলো অতীত থেকে কিছু শিক্ষা নিয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে তিনি অস্ত্র-ব্যবসার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আর্থিক কারণকে কী ভাবেই না নৈতিকতা ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ "বেশ কিছু সংখ্যক পশ্চিমা-দেশ সৌদি-আরবে তাদের অস্ত্র বিক্রী করছে, যেগুলো দিয়ে ইয়েমেনের মানুষদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে। মুসলিম কোন দেশেরই বৃহদাকারে অস্ত্র তৈরীর এমন কোন কারখানা নেই, যেগুলো বিশাল পরিমাণে মারণাস্ত্র প্রস্তুত করতে পারে, আর এভাবেই তাদের অস্ত্র-প্রাপ্তির প্রধান উৎসই হচ্ছে পশ্চিমা-বিশ্ব"।

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন ঃ "পশ্চিমা লেখক-বৃন্দ এবং টীকাকার-বৃন্দও আন্তর্জাতিক অস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ভন্ডামি ও অনৈতিকতার কথা বলেছেন, তথাপি এ ধরণের অস্ত্র বিক্রীর কথা যখন বলা হয়, সংশ্লিষ্ট সরকারগণ সে প্রশ্নটিকে হয় অগ্রাহ্য করে, নয়তো বা যেটা প্রকাশ্যভাবেই অযৌক্তিক, সেটাকে যৌক্তিক বলে চালিয়ে দেয়। যে বিষয়ে তারা উদ্বিগ্ন থাকে, তা হচ্ছে তাদের চেকগুলো যেন ছাড় পায়, যাতে করে তাদের নিজস্ব জাতীয়-বাজেটে লক্ষকোটি ডলার যুক্ত হয়"।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ " সংক্ষেপে, অর্থই কথা বলে, আর নৈতিকতা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এমন এক পরিবেশে পৃথিবীতে শান্তি কিভাবে লাভ হতে পারে"? ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামী-আদর্শের উদ্ধৃতি দিয়ে হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৪ আয়াত নং ১৩৬ এর উল্লেখ করে বলেন যে, মুসলমানদের উচিত, সত্য ও ন্যায়বিচারকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রয়োজনে নিজেদের এবং তাদের প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে হলেও সাক্ষ্যপ্রদান করা। হুযূর (আই.) পবিত্র কুরআনের সূরা নং-৫, আয়াত নং-৯ এর উদ্ধৃতি দান করেন, যাতে বর্ণিত আছে-'মানুষের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করা ব্যতীত অন্য কিছুকরতে প্ররোচিত না করে। সর্বদা ন্যায়পরায়ণ হও, সেটাই সততার অধিক নিকটবর্তী।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ "এটাই হচ্ছে ন্যায়বিচারের সেই উন্নতমান, যা ইসলাম সমর্থন করে। আর তাই আজকের মুসলিম-সরকাররা যদি এ শিক্ষার অনুসরণ না করে, তবে এটা তাদের ত্রুটি। অতএব, তাদের অপকর্মের জন্যে ইসলামের ওপর দোষারোপ করাটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অবিচার"। উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আমাদের সময়ে আমরা যদি সত্যিকারভাবেই শান্তি চাই, তবে আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়বিচারের সাথে কাজ করতে হবে। সমতা ও নিরপেক্ষতাকে আমাদের অবশ্যই মূল্যায়ণ করতে হবে। ইসলামের পবিত্র নবী (সা.) কত সুন্দরভাবেই না বর্ণনা করে গেছেন-'নিজেদের জন্য আমরা যা ভালবাসি, অপরের জন্যও সেটাকে ভালবাসতে হবে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আমরা যতখানি সজাগ, অপরের অধিকার সম্পর্কেও আমাদেরকে ততটাই সজাগ থাকতে হবে'। আমাদের যুগে এগুলোই হচ্ছে শান্তির উপায়"।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।" (আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 15 Dec, 2022 Issue No. 50

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সেগুলো পেতে ঐসব দেশের শিশুরা যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না"।

এসব কষ্ট দূর করতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত সে-দেশের প্রত্যন্ত এলাকার গ্রাম ও শহরে সৌর-পাম্প ও হস্ত-চালিত পাম্প স্থাপন করেছে। আফ্রিকার লোকেরা যখন এ ধরণের মানব-হিতৈষী প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু করলো, সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন ঃ "চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করার পর স্থানীয় লোকজন, বিশেষ করে তরুণ ছেলে-পিলেরা যখন তাদের দোর-গোড়ায় প্রথম বারের মত পরিস্কার-পানি দেখতে পেলো, তাদের মুখমন্ডলে নির্মল এবং লাগামহীন আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, যেটা দেখার মতো। এটা এমন এক ব্যাপার ছিল, যেন তাদের সব আশা ও স্বপ্ন নিমেষেই পূরণ হয়ে গেছে এবং যেন সমগ্র বিশ্বের সব সম্পদ তারা

পেয়ে গেছে। হুযূর (আই.) বলেন ঃ "আমরা, যারা আহমদী মুসলমান, তারা এমন লোকদের সেবা করতে পেরে গর্ববোধ করি এবং এটা এজন্যে এক আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করি যে, আমরা অন্যদেরকে সাহায্য ও আরাম প্রদান করতে সক্ষম, কারণ এটাই হচ্ছে ইসলামের পথ"।

উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের সত্যিকার-শিক্ষার ওপর কাজ করছে এবং সত্যিকারের এক 'জিহাদ' করে যাচ্ছে, যেটা হলো অপরের সেবা করা এবং মানবজাতিকে একত্রিত করা। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেনঃ

"আমাদের জিহাদ তরবারি, বন্দুক কিংবা বোমা-কামানের কোন জিহাদ নয়, আমাদের জিহাদ হচ্ছে সহিষ্ণুতা, ন্যায়-বিচার এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির জিহাদ। আমাদের জিহাদ হচ্ছে সর্বশক্তিমান খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার পূর্ণ করার জিহাদ"। তিনি (আই.) আরো বলেন ঃ আমরা যদি কোন জিহাদী-দল সৃষ্টি করে থাকি, তবে সেটা কোন নির্দোষ-লোকদেরকে পাশবিক-আক্রমণ করার কিংবা কোন ক্লাবে, ষ্টেশনে অথবা অন্য কোনখানে সন্ত্রাসী-আক্রমণ চালানোর জন্যে নয়, বরং সেটা গঠন করা হয়েছে সর্বদা, সবখানে, এবং সব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। এসব উদ্দেশ্য সাধনে হিংসাত্মক ভাবে তলোয়ার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র ঘোরানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং আমাদের পছন্দের অস্ত্র হচ্ছে- ভালবাসা, করুণা এবং মানবীয়-সহানুভূতি, আর সর্বোপরি দোয়া"।

হুযূর (আই.)-এর মূল-বক্তব্য প্রদানের আগে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডার আমীর জনাব মালীক লাল খানসহ বেশ ক'জন উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাও তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর (আই.)কে উদ্দেশ্য করে সাসকাচিউনের প্রধান মন্ত্রী মি: ব্রাডওয়াল বলেন ঃ "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে',-আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এ মৌলিক-নীতিটি হুযূর (আই.) এর কানাডায় শুভাগমনের আগে এবং এর পরেও তারা স্পষ্টতার সাথেই শ্রবণ করেছেন। এটা এমন একটি আদেশ, যেটা যে-কোন সাংস্কৃতিক পার্থক্য, যে-কোন আধ্যাত্মিক পার্থক্য, কিংবা যে-কোন ধর্মীয় পার্থক্যকে অতিক্রম করে। এটা তেমনই এক নৈতিক-শিক্ষা, যা আমাদের প্রত্যেকের জন্যেই প্রাসঙ্গিক"।রেজিনা সিটির মেয়র মিঃ মাইকেল ফোগেরি বলেন ঃ "এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে এবং হুযূর (আই.)কে স্বাগত জানাতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি এবং এখানে আসার জন্যে আমি হুযূর (আই.)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের সিটি, আমাদের প্রদেশকে পছন্দ করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পেরে আমি নিজকে কৃতার্থ বোধ করছি"। আমাদের সিটিতে আপনার পদার্পণ আমাদেরকে শক্তি জুগিয়েছে"।

রেজিনার পুলিশ প্রধান মিঃ ইভান ব্রে বলেন ঃ "এ অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি বিশাল এক সম্মান ও সুবিধার অংশীদার হয়েছি, আর নতুন এ মসজিদটির

উদ্বোধনী-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে আমরা সবাই গৌরব বোধ করছি"।

ওয়াকফাত নও (মেয়েদের) ক্লাস

অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন করীমের তেলাওয়াত করা হয়। এরপর হাদীস উপস্থাপন করা হয়।

'হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বিষয় বিদ্যমান সে ঈমানে স্বাদ গ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল অন্য সকল সকল বস্তুর চেয়ে প্রিয়। যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে কেবল আল্লাহ্র খাতিরেই এবং যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা কুফর থেকে মুক্ত করেছেন তারপর সে পুনরায় কুফরে ফিরে যেতে ঠিক তেমনভাবে অপছন্দ করবে যেভাবে মানুষ আগুনের মধ্যে যেতে অপছন্দ করে।

এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: বস্তুত একথাটি খুব ভাল করে উপলব্ধি করা যায় যে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় পাত্র হওয়া মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন না হয়, তাঁর ভালবাসা অর্জন না করে সে সফলভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। আর এটা ততক্ষণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যিকার আনুগত্য ও অনুসরণ না কর। আর রসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজের কর্মধারা দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন যে ইসলাম কি জিনিস? অতএব, তোমরা নিজেদের মধ্যে সেই ইসলাম তৈরী কর যাতে তোমরা খোদার প্রিয়ভাজন হতে পার।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭০)

এরপর মেয়েরা হুযূর আনোয়ারকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে এবং দিক-নির্দেশনা লাভ করে।

এক ওয়াকফা প্রশ্ন করে যে, কোরোনা মহামারির পর হুযূর আনোয়ার প্রথম সফর হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হুযূর কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে কোন দেশের সফর করবেন আর কবে করবেন?

হুযূর আনোয়ার বলেন: এটা আমার হাতে কিছু ছিল না। আমাকে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জামাত আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা বলেছিল, জায়ন মসজিদ এবং ড্যালাস মসজিদের উদ্বোধনের অনুষ্ঠান রয়েছে। তাই আপনার সফর আশা করছি। এখানে আসার এটাই মূল কারণ ছিল। অন্য কোনও জামাত আমাকে আমন্ত্রিত করলে যুক্তরাষ্ট্রের আগে আমি সেখানেই যেতাম। এখানে আসার বিশেষ কোনও কারণ নেই। আপনাদের আমন্ত্রণটাই বিশেষ কারণ। তাই আপনারাও বিশিষ্ট।

প্রশ্ন: ওয়াকফে নও মেয়েদের জন্য সাইকোলোজি এবং কাউন্সিলিং পড়া কি বৈধ, নাকি ডাক্তার ও শিক্ষক হওয়া বেশি ভাল?

হুযূর আনোয়ার বলেন: জগতের জন্য উপযোগী এমন প্রত্যেক শিক্ষা ওয়াকফে নও মেয়েদের জন্য বৈধ। সাইকোলোজি ও কাউন্সিলিংর আজ ভীষণ প্রয়োজন। কেননা এই যুগে মেয়েদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আর সেই সব সমস্যার প্রতিকারের জন্য সাইকোলোজিস্ট বা সাইক্রিয়াটিস্ট-এর দরকার হয়। তখন এমন কোন অভিজ্ঞ মনোবিদের দরকার পড়ে যে তাদের কথা শুনবে এবং সমস্যার সমাধান করে। তাই এই দিকে গেল জামাতের জন্য খুব উপযোগী সাব্যস্ত হবে।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা কি বলেছেন যে ফিরিশতারা একে অপরের সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে।

হুযূর আনোয়ার বলেন: তারা কিভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে তা আমার জানা নেই। কিন্তু ফিরিশতাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। জিবরাইল ও ইসরাফিল (আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত। আরও অনেক ফিরিশতা আছে যারা তাদের অধীনে কাজ করছে। তারা কিভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কিন্তু একটা ব্যবস্থাপনা আছে যার নিয়ম অনুসারে তারা নিজেদের অধীনস্তদেরকে কাউকে কোনও বার্তা পাঠানোর নির্দেশ দেয়। তাই নির্দেশ পেলে এক সেকেন্ডের মধ্যে তারা যদি কোনও বার্তা সারা পৃথিবীর মধ্যে যে কোনও স্থানে বা সর্বত্র, দিন হোক বা রাত্রি, তারা চাইলে তৎক্ষণাৎ নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে। সেই কাজ তারা কিভাবে করে তা কেবল আল্লাহই জানেন। (ক্রমশ...)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir